জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

টালার ছ’গুণ

টালা ট্যাঙ্কের ছ’গুণ আয়তনের জলপ্রকল্প এবার হুগলিতে। উত্তরপাড়া-কোতরং পুরসভার হিন্দমোটরে ১৭৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে রাজ্যের বৃহত্তম জল শোধনাগার

চলবে হালকা বৃষ্টি

বুধবার এক ধাক্কায় ৫ ডিগ্রি নামল পারদ। দক্ষিণের জেলাগুলিতে মেঘলা আকাশের সঙ্গে ছিল বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টি। আজও একইরকম আবহাওয়া

কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে এবার সিইউ-তে ঘেরাও হলেন রাজ্যপাল

বঞ্চনার বিরুদ্ধে বসিরহাটের সভায় প্রতিবাদীদের জনস্রোত

বর্ষ - ১৯, সংখ্যা ২৫৪ ● ২৫ জানুয়ারি, ২০২৪ ● ১০ মাঘ ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 19, Issue - 254 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 25 JANUARY, 2024 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

এ রাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই

বিজেপিকে হারাতে বাংলায় একাই লড়বে তৃণমূল, স্পষ্ট বার্তা নেত্রীর

প্রতিবেদন : বাংলায় একাই লড়বে তৃণমূল কংগ্রেস। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে যা হওয়ার পরে ভাবা যাবে। বুধবার বর্ধমানের প্রশাসনিক বৈঠকে যাওয়ার আগে হাওড়ার ডুমুরজলায় দাঁড়িয়ে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী লোকসভা ভোটে দলের অবস্থান স্পষ্ট করে দিলেন।

মুখ্যমন্ত্রী ইন্ডিয়া জোটের প্রসঙ্গ তুলে জানিয়ে দেন, আমার সঙ্গে কারও কোনও কথা হয়নি। আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম। কিন্তু ওরা প্রথম দিনেই প্রত্যাখ্যান করে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, বাংলায় একা চলব। মুখ্যমন্ত্রী সৌজন্যের প্রশ্ন তুলে কংগ্রেসকে এক হাত নিয়ে বলেন, বাংলায় ওরা র‍্যালি করছে। আমি ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের অন্যতম শরিক। কিন্তু রাজনৈতিক সৌজন্য দেখিয়ে আমাকে জানিয়েছে? একবারও বলেছে, দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি? জানায়নি। সুতরাং বাংলার প্রশ্নে আমার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই ওদের।

> **তৃণমূলনেত্রীর অবস্থানকে সমর্থন আপের, পাঞ্জাবে তারা ভোটে একাই লড়বে**
> *বিস্তারিত ১১ পাতায়*

শুধু বাংলা নয়, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে দলের অবস্থানও এদিন পরিষ্কার করে দিয়েছেন নেত্রী। বলেছেন, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কী হবে তা ভোটের পর ভাবা যাবে। তৃণমূল কংগ্রেস ধর্মনিরপেক্ষ দল। বিজেপিকে হারানোর জন্য যা যা করার দরকার, তাই তাই করবে তৃণমূল। একশ্রেণির সংবাদমাধ্যমে তৃণমূল এবং কংগ্রেসের মধ্যে আলোচনার ভুল খবর ছড়াচ্ছে। অ্যাবসোলিউটলি রং। কোনও কথা হয়নি।

ইন্ডিয়া জোটের প্রসঙ্গ তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, জোটটা কারও একার নয়। আঞ্চলিক দলগুলো আমরা এক থাকব। আমরা তো আগেই বলেছি, ৩০০ আসনে ওরা লড়াই করুক। বাকি আসনে আমরা সকলে। সেখানে ওরা মাথা গলাবে না, হস্তক্ষেপ করবে না। আর তা যদি না হয়, তাহলে বুঝব অন্যরকম। ডুমুরজলায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, লোকসভা ভোটে বাংলায় একলা চলবে তৃণমূল কংগ্রেস।

দিনের কবিতা

‘জাগোবাংলা’য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— ‘দিনের কবিতা’। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

রাজশক্তি

দেশের মানচিত্র নয়
এ মানচিত্র ষড়যন্ত্রের
রাজশক্তি রাজতিলক
এ সবই হচ্ছে দম্ভের।
মুখোমুখি নীতির লড়াই
যখন হয়েছে ক্লান্ত
তখন ষড়যন্ত্রের মানচিত্র
তোমার পথনিশানা ভ্রান্ত।
তোমার কোনও পরিসীমা নেই।
ভূগোল তুমি জানো না,
ইতিহাস, তোমাকে ভুলে গেছে
ভাবছে কারও ধার ধারে না
তুমিই তোমার শেষ অস্ত্র!
চুলে তোমার পাক ধরেছে
গায়ে তোমার ছলনার নামাবলি
রোজ নাটক দেখছ?
দেখে যাও, দেখে যাও
তোমাকেও চেনা দরকার
দম্ভ তোমার ফুরিয়ে যাবে
রাজা তুমি নও জনতার।

মামলা করে আটকে দিচ্ছে রাম-বাম-শ্যামের দল

আদালতকে বলব চাকরির বাধা দূর করে দিন, বর্ধমানে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকার চাকরি দিতে চায় কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে একের পর এক মামলা। রাম-বাম-শ্যামের দল (বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেস) একের পর এক মামলা করে চাকরি আটকে দিয়েছে। আমি আদালতের কাছে অনুরোধ করব, আপনারা চাকরির বাধা দূর করে দিন, তারপর দেখবেন রাজ্যে কর্মসংস্থানের জোয়ার বইতে শুরু করেছে। কিন্তু বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেস নোংরা রাজনীতি করছে। এভাবেই তিন দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবার বর্ধমানের নবাবহাটের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি ঐকান্তিকভাবে চান রাজ্যের নতুন ছেলেমেয়েরা চাকরি পাক, রাজ্যে কর্মসংস্থান হোক। কিন্তু বিজেপি-সিপিএম-কংগ্রেস তা হতে দিচ্ছে না। শুধু আদালত থেকে চাকরির বাধা দূর করে দিলেই ৬০-৭০ হাজার ছেলেমেয়ে শিক্ষকের চাকরি পেতে পারে। রাজ্যে শিক্ষকের চাকরি প্রস্তুত। কিন্তু মামলা করে বিরোধীরা তা আটকে দিয়েছে। আদালতের প্রতি সম্মান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন, নতুন ছেলেমেয়েরা যাতে চাকরির সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করে দিন। (এরপর ১১ পাতায়)

■ মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে পরিষেবায় আপ্লুত বৃদ্ধা।

কনভয়ে গাড়ি, আচমকা ব্রেক, আঘাত মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বর্ধমানের গোদার প্রশাসনিক সভার মঞ্চ থেকে গাড়িতে ওঠেন। আবহাওয়া খারাপ থাকায় হেলিকপ্টারের পরিবর্তে সড়কপথেই ফিরছিলেন। গাড়ি বর্ধমানে থাকাকালীন মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের সামনে দুরন্ত গতিতে একটি গাড়ি চলে আসে। মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ির চালক দুর্ঘটনার গন্ধ পেয়ে জরুরিভিত্তিতে ব্রেক কষতে বাধ্য হন। অতর্কিতে ব্রেক করার কারণে গাড়ির ড্যাশবোর্ডে মাথায় আঘাত পান মুখ্যমন্ত্রী। প্রাথমিক শুশ্রূষার পর আঘাত নিয়েই মুখ্যমন্ত্রী কলকাতায় ফেরেন। পরে রাজ্যপালের সঙ্গে সৌজন্য বৈঠক সেরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। চালকের সৌজন্যে দুর্ঘটনা ঘটেনি। কনভয় গলি দিয়ে বের হচ্ছিল। একটা গাড়ি প্রবল বেগে সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায়। আমার গাড়ির ড্রাইভার জোরে ব্রেক কষতে বাধ্য হয়েছে। না হলে বড় দুর্ঘটনা ঘটত। যে গতিতে গাড়িটা ছিল, সেই গতিতে ধাক্কা লাগলে কাচ ভেঙেচুরে গিয়ে আমার শরীরে লাগত। জোর বাঁচা বেঁচেছি। আমার মাথায় আঘাত লেগেছে। (এরপর ১১ পাতায়)

■ রাজভবন থেকে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী।

আজ ধনধান্যে মুখ্যমন্ত্রী, ভাতা ক্রীড়াবিদদের

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকার এবার বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট প্রাক্তন ক্রীড়াবিদদের মাসিক সাম্মানিক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বৃহস্পতিবার আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করবেন। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, জাতীয় স্তরের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাম্প্রতিককালে সফল হওয়া খেলোয়াড়দেরও ওই অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। তাঁদের হাতে আর্থিক পুরস্কার তুলে দেবেন মুখ্যমন্ত্রী।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

25 January, 2024 • Thursday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮২৪ মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি ও নাট্যকার। তিনিই বাংলার নবজাগরণ সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। জন্ম যশোহর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে। মধুসূদনের ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনে হিন্দু কলেজের শিক্ষাপর্বের প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর। একদিকে তিনি যেমন লাভ করেছিলেন মানব–মন্ত্রে বিশ্বাস ও গভীর ইংরাজি সাহিত্য–প্রীতি; তেমনই তাঁর মনে সঞ্চারিত হয়েছিল দেশীয় আচার ও ভাবনার প্রতি অশ্রদ্ধা। সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি— অমিত্রাক্ষর ছন্দে রামায়ণ উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত মেঘনাদবধ কাব্য। এছাড়া লিখেছেন ‘তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য’, ‘ব্রজাঙ্গনাকাব্য’, ‘বীরঙ্গনা কাব্য’, ‘চতুদর্শপদী কবিতাবলী’ ইত্যাদি।

১৮৫০ অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি (১৮৫০-১৯০৮) এদিন কলকাতার বাগবাজারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত নট ও নাট্যশিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথাগত যোগ্যতা না থাকলেও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে দখল ছিল। প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম অর্ধেন্দুশেখর ওরফে ‘মুস্তোফী সাহেব’। গিরিশচন্দ্রের মতে, অর্ধেন্দুশেখর যে ভূমিকায় অভিনয় করতেন, সেটাই অননুকরণীয় হত। অমৃতলাল বসু বলতেন, অর্ধেন্দুশেখর বিধাতার হাতে গড়া অ্যাক্টর।

১৮৬৩ মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) এদিন যশোহরের সাগরদাঁড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। স্বনামধন্য মহিলা কবি। আনন্দমোহন দত্তের কন্যা ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভাইঝি। মাত্র ১৯ বছর বয়সে একটি মেয়েকে নিয়ে বিধবা হন। সাহিত্য প্রতিভার জন্য ১৯১৯ সাল থেকে আমৃত্যু ভারত সরকারের বৃত্তি পেতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক ও জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করে। কবিতার পাশাপাশি ছোট গল্প লেখাতেও পারদর্শিনী ছিলেন। তাঁর লেখা ‘রাজলক্ষ্মী’, ‘শোভা’ ও ‘অদৃষ্ট চক্র’ কুন্তলীন পুরস্কার লাভ করে।

১৯৭৯ অনন্ত সিংহ (১৯০৩-১৯৭৯) এদিন প্রয়াত হন। কেউ বলে ডাকাত, কেউ বলে বিপ্লবী। এটাই তাঁর আত্মজীবনীর নাম, সম্ভবত তাঁর পরিচয়ও। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে সূর্য সেনের সহযোগী ছিলেন। স্বাধীন ভারতে নতুনভাবে সংগঠন তৈরি করে দরিদ্র মানুষের দুঃখ দূর করার সঙ্কল্প নিয়েই তিনি ব্যাঙ্ক ডাকাতির রাস্তায় যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি নিজে সশরীরে সরাসরি ডাকাতিতে যুক্ত ছিলেন না, পরিকল্পনা তৈরি করে দিয়েছিলেন। ইতিহাস যাঁরা জানেন কিন্তু অন্তর দিয়ে বোঝেন না, তাঁরা অনন্ত সিংহের এই কাজের জন্য শ্রদ্ধা জানান না। অনন্তলাল সিংহের নিজের কথায়, “তবু অপরাধ তো অপরাধই হয়, সে যে জন্যেই হোক, কারণটা কেউই বুঝবে না।”

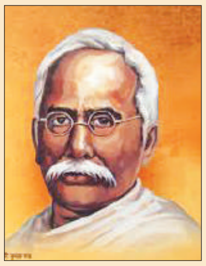

১৮৫৬ অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩) এদিন সাবজজ বাবার কর্মস্থল পটুয়াখালিতে জন্মগ্রহণ করেন। বরিশালের মুকুটহীন সম্রাট, আধুনিক বরিশালের রূপকার, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ও শিক্ষানুরাগী মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত। ১৯০৫-০৮ সাল পর্যন্ত বরিশালে অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন গড়ে ওঠে তা বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে স্বদেশবান্ধব সমিতি শহরে ও গ্রামে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করত। তাঁর তৈরি বরিশালের ব্রজমোহন স্কুলের মূলমন্ত্র ছিল ‘সত্য প্রেম পবিত্রতা’। সে সময় তাঁর মতো প্রকৃত অর্থে জননায়ক বিরল ছিল।

১৮৮৪ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৩) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণির সরকারি বৃত্তি পান। ১৯০১ খ্রি. দু’টি বিষয়ে অনার্সসহ বি.এ. এবং ওই বছরেই ইতিহাসে এম.এ. ও ইংরেজিতে ‘কবডেন’ পদক লাভ করেন। এটি একটি রেকর্ড। ১৯০২ সালে ইংরেজিতে এমএ পাশ করেন, ১৯০৫-এ প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান ও পি-এইচডি, হন। ১৯০৩-এ রিপন কলেজে ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা শুরু করেন। পরে বিশপ কলেজ, ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন, বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ প্রভৃতিতে পড়ান। ক্রমে বাংলার বাইরেও অধ্যাপনার আহ্বান আসে। কাশী, মহীশূর ও লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। জাতীয় আন্দোলনেও সহযোগিতা করেছেন। ১৯৫৭-তে ‘পদ্মভূষণ’ উপাধিভূষিত হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচিত গ্রন্থ : ‘অখণ্ড ভারত’, ‘A History of Indian Shipping’, ‘Local Government in Ancient India’, ‘Nationalism in Hindu Culture’, ‘Chandragupta Maurya & His Times’, ‘The University of Nalanda’ প্রভৃতি।

পার্টির কর্মসূচি

লিলুয়ায় বালি কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে দুঃস্থ মানুষদের শীতবস্ত্র বিতরণ ও এলাকার প্রবীণ নাগরিকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হল। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়, বালি কেন্দ্র তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়-সহ দলের আরও অনেকে।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-৯১৩

১		২	■	৩	■	■	■
	■	৪				৫	■
৬			■		■		■
	■	■	■	৭			৮
৯	১০		১১	■	■	■	
■		■		■	১২		
■	১৩					■	
■	■	■		■	১৪		

পাশাপাশি : ১. নিষ্পত্তি, মীমাংসা ৪. মহাপরিকল্পনা ৬. জড়, অচেতন ৭. হাস্যপরিহাস ৯. নতুন উৎসাহ ১২. বাচ্চা, ছানা ১৩. সঙ্গের মালপত্র ১৪. দাসীপুত্র।

উপর-নিচ : ১. প্রতিষ্ঠা ২. উচ্চাঙ্গ সংগীতের রাগিণীবিশেষ ৩. দলপতি ৫. স্বর্গ-র বিপরীত ৮. জমিদার ১০. আঁশহীন একরকমের বড় মাছ ১১. মানসিক শক্তি, আত্মবিশ্বাস ১২. সরস্বতী।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ৯১২ : পাশাপাশি : ১. খরধার ৩. অবাধ ৫. শব ৭. তমসা ৮. দহন ১০. ভরসা ১২. লোপাট ১৪. মগ ১৭. নচ্ছার ১৮. কটিদেশ। **উপরনিচ :** ১. খড়িশ ২. রজত ৩. অবসাদ ৪. ধনী ৬. বছর ৯. হজম ১১. সালোয়ার ১৩. টনক ১৫. গণেশ ১৬. কান।

২৪ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬২৯০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬৩২০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৬০১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৭০৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৭০৫৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৪.৩৬	৮২.৯৫
ইউরো	৯২.১৯	৮৯.৯৯
পাউন্ড	১০৬.৯৮	১০৫.৪৪

নজরকাড়া ইনস্টা

■ বরুণ ধাওয়ান সঙ্গে স্ত্রী নাতাশা

■ মিমি চক্রবর্তী

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও’ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও সরস্বতী প্রিন্ট ফ্যাক্টরি প্রাইভেট লিমিটেড ৭৮৯, চৌভাগা ওয়েস্ট, চায়না মন্দিরের কাছে, কলকাতা ৭০০ ১০৫ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SUKHENDU SEKHAR RAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Saraswati Print Factory Pvt. Ltd. 789 Chowbhaga West, near China Mandir, Kolkata 700 105 Regd. No. WBBEN / 2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A , A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

বুধবার পূর্ব বর্ধমানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনিক সভার বিভিন্ন মুহূর্ত

সেঞ্চুরি দেখতে চাই কন্যাশ্রী নিয়ে বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : আমি সেঞ্চুরি দেখতে চাই। বুধবার পূর্ব বর্ধমানের সভা থেকে কন্যাশ্রী প্রকল্প নিয়ে এমনই জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প কন্যাশ্রী আজ বিশ্বশ্রী হয়েছে। এবার এই প্রকল্পই যাতে আরও বিস্তার লাভ করে সেই বিষয়েই উদ্যোগী মুখ্যমন্ত্রী।

এদিনের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ইতিমধ্যেই ৮৫ লাখ ছাত্রী কন্যাশ্রীর সুবিধে পান। কন্যাশ্রী প্রকল্পে সংযুক্ত করা হবে আরও ১০ লক্ষ। অর্থাৎ ৮৫ থেকে সংখ্যাটা ৯৫ লক্ষ হতে চলেছে। এর সঙ্গেই তিনি বলেন, আমি সেঞ্চুরি দেখতে চাই। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়, এই তিন পর্যায়ে কন্যাশ্রীর টাকা দেওয়া হয়। এছাড়াও তিনি বলেন, যে সমস্ত রাজ্যবাসী দুয়ারে সরকার এবং সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী-তে আবেদন করেছিলেন তাঁদের ৬টি প্রকল্পে ১ ফেব্রুয়ারি থেকে সুবিধা দেওয়া হবে। এর মধ্যে ১৩ লক্ষ মহিলা নতুন করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা পাবেন। যাঁরা পাচ্ছিলেন না এতদিন এবার তাঁরা এই প্রকল্পের

সুবিধা পাবেন। ৯ লক্ষ মানুষ বার্ধক্যভাতা পাবেন, ৭ হাজার মানুষ মানবিক ভাতা পাবেন, রূপশ্রী প্রকল্পে আরও ৮৫ হাজার মহিলা যুক্ত হতে চলেছেন। ১ ফেব্রুয়ারি থেকে নতুন উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাবে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডব্লিউবিসিএস প্রশিক্ষণের জন্য ৫০টি নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজ্যের

প্রতিবেদন : কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে বরাবরই উদারহস্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। রাজ্যে যাতে আরও বেশি পরিমাণে ডব্লিউবিসিএস, আইপিএস অফিসার তৈরি করা যায় এবার সেই বিষয়ে উদ্যোগী হলেন মুখ্যমন্ত্রী। পূর্ব বর্ধমানের সভা থেকে এদিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসার জন্য জেলায় জেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে সরকারি উদ্যোগে। প্রাথমিক ভাবে বলা হয়েছিল, তফসিলি জাতি এবং উপজাতির পড়ুয়ারা সেখানে পড়তে পারবেন। তবে এদিনের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী জেলাশাসকদের নির্দেশ দিয়ে বলেন, এই সমস্ত প্রশিক্ষণকেন্দ্রে যাতে জেনারেল কাস্টের ছেলেমেয়েরাও সুযোগ পায় সেবিষয়ে নজর দিতে। জেলায় জেলায় এইরকম ৫০টি ইনস্টিটিউট তৈরি করা হচ্ছে বলে জানান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই প্রতিযোগিতামূলক

পরীক্ষায় উর্দু-সাঁওতালি ভাষাকে প্রাধান্য দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ডব্লিউবিসিএস এবং ডব্লিউবিপিএস পরীক্ষায় উর্দু, সাঁওতালি ও হিন্দি ভাষা সংযোজিত করা হয়েছে।

২০১৬ সাল থেকে জেলায় জেলায় বিভিন্ন স্কুলে এবং কলেজে ডব্লিউবিসিএস-এর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কর্তব্যরত আইএএস, আইপিএস, ডব্লিউবিসিএস অফিসারদের নিয়ে বিশেষ টিম তৈরি করা হয়েছে। তাঁরাই প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।

ঘুষ চাইলে থাপ্পড় মারুন মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : কেউ ঘুষ চাইলে এবার থাপ্পড় মারুন, নিদান দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার পূর্ব বর্ধমানের প্রশাসনিক সভা থেকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর পরামর্শ দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাফ বুঝিয়ে দিলেন অন্যায় করলে কাউকে রেয়াত করা হবে না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায় হাতে গোনা কিছু স্থানীয় স্তরের নেতাদের অসাধু কাজকর্মের প্রভাব

এসে পড়ছে উপরমহলে। এবার তাতে রাশ টানতে আরও কড়া হলেন মুখ্যমন্ত্রী। মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যদি কেউ পয়সা চায়, ধরে দুটো থাপ্পড় দিন। থানায় গিয়ে একটা ডায়েরি করুন। আমরা টোল ট্যাক্স বন্ধ করে দিয়েছি মাছ, সবজি ব্যবসায়ীদের জন্য। কেউ যদি টোল ট্যাক্স চায় তাহলে ডায়েরি করুন।

এরপরেই তিনি বলেন, স্থানীয় স্তরে কেউ কেউ ভুলত্রুটি করতে পারে, সেই সমস্যা দুয়ারে সরকারে গিয়ে সামলে নিন। ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বুথে বুথে সরকারি আধিকারিকরা যাবেন, এখনও কেউ বঞ্চিত হয়ে থাকলে, নাম লেখান। আমরা পুরোটা দেখে নেব।

উদ্বোধন ও শিলান্যাস

- ৩৬৫.৪৫ কোটি খরচে ৪৯১টি প্রকল্পের উদ্বোধন।
- রাস্তাশ্রী প্রকল্পে বর্ধমানে ৫১৯.৫৮ কিমির মোট ৩৯০টি রাস্তা নির্মাণ, যার আর্থিক মূল্য ১৭৪.৪৯ কোটি।
- কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ১০০ শয্যাবিশিষ্ট কোভিড হাসপাতাল ভবন, যার আর্থিক মূল্য ১২.১৬ কোটি।
- মৌগ্রামে পানীয় জলপ্রকল্পে পরিবর্ধনে ১০.৮৩ কোটি।
- ৮.০৩ কোটি ব্যয়ে পূর্ব বর্ধমানে নব প্রশাসনিক ভবন।
- ১.০৫ কোটি টাকায় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে নবনির্মিত অক্সিজেন মেনিফোল্ড বিল্ডিং, ইউরোলজি মেশিনে ১ কোটি।
- কচুরিপানা থেকে হস্তশিল্পে ৪৭ লক্ষ।
- ৮৩৭.৮১ কোটি খরচে ৫৪৭টি প্রকল্পের শিলান্যাস।
- বর্ধমান-আরামবাগ ৬.৫ কিমি থেকে ৩২.৬ কিমি রাস্তা চওড়া হবে, বরাদ্দ ৭৮.৯৫ কোটি।
- ২০০ ছেলে এবং ২০০ মেয়ের জন্য নতুন হস্টেল ভবনের নির্মাণ যার আর্থিক মূল্য ২১.০৬ কোটি।
- বিষ্ণুপুর ও তৎসংলগ্ন মৌজায় নলবাহী পানীয় জল সরবরাহের জন্য বরাদ্দ ১৬.১১ কোটি।
- গোপালবেরা এলাকায় পানীয় জলের জন্য বরাদ্দ ৯.৮৭ কোটি।
- ৩৬টি বিদ্যালয়ে সায়েন্স ল্যাব এবং ৩০টি লাইব্রেরি নির্মাণের জন্য বরাদ্দ ৯.৪০ কোটি।
- পাচুন্দি রেল স্টেশন থেকে আগরডাঙা মোড় মূলগ্রাম পর্যন্ত ১২ কিমি রাস্তার শিলান্যাস, বরাদ্দ ৭.৭৩ কোটি।
- দাঁইহাটে ২ পাম্প অগ্নিনির্বাপণ কেন্দ্রের শিলান্যাস, বরাদ্দ ৩.৩৬ কোটি।
- বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৬ কোটি টাকায় ট্রমা কেয়ার বিল্ডিং।
- ইডেন খালের উপর (চাঁচাই গ্রামে) ২৮৭ কোটি টাকার চেন, ৪.৫৮ কোটি টাকায় হবে একটি ব্রিজও।
- বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ছাত্রাবাস।

চলবে মেরামতি, শনিবার মিলবে না জল

প্রতিবেদন : গার্ডেনরিচ জল পরিশোধন প্রকল্পের সরবরাহকারী পাইপগুলির বেশ কয়েকটি জায়গায় ত্রুটি মেরামত, নতুন ভালভ প্রতিস্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং একাধিক বুস্টার পাম্প মেরামত করার সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা পুরসভা। যে কারণে আগামী ২৭ জানুয়ারি শনিবার গার্ডেনরিচ থেকে বেহালা, রানিকুঠি, গড়ফা, কালীঘাট, চেতলা, বাঁশদ্রোণী, সেনাপল্লি, লালকা, পর্ণশ্রী পাম্পিং স্টেশনে জল সরবরাহ বন্ধ থাকবে। এর প্রভাব পড়বে দক্ষিণ কলকাতায়। ৮-১৪ বরোর সবক'টি ওয়ার্ডে জল বন্ধ থাকবে। অর্থাৎ টালিগঞ্জ, যাদবপুর, চেতলা, বেহালা, গড়িয়াহাট, কসবা, ইএম বাইপাস লাগোয়া ওয়ার্ডগুলির বাসিন্দারা শনিবার রাত পর্যন্ত জল পাবেন না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নোংরা খেলা

এ রাজ্যে নিয়োগ নিয়ে নোংরা রাজনীতি শুরু হয়েছে। বেশ কিছু মামলা হয়েছে। মামলাগুলির জট ছাড়ানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন অফিসাররা। ঐকান্তিকভাবে চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী। কিন্তু এই মামলাকে ঢাল করেই বিরোধীরা রাজনীতি করতে নেমে পড়েছে। যারা রাজনীতি করছে, তাদের হাতে না আছে ইস্যু, না আছে কোনও জনসমর্থন। ফলে কোথাও কেউ ধরনায় বসলে সেখানে তারা না বুঝেই চলে যাচ্ছে। যদি মিডিয়া দু'-চার লাইন লেখে, দু'-একটা ছবি তোলে তাহলে খবরে থাকা যায়। প্রাসঙ্গিক হওয়া যায়। নইলে তৃণমূলের বিরোধিতা করার ইস্যু কোথায়? আর এটাকেই সামনে রেখে কিছু কিছু রাজনৈতিক আইনজীবী বিপুল আর্থিক ফায়দা তুলছেন। শোনা গিয়েছে, কোনও এক আইনজীবী চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে ২৭ লক্ষ টাকা নিয়েছেন। এখানেই শেষ নয়। ধরনায় বসার পুলিশি অনুমতির নাম করে ৭০ হাজার টাকা পকেটে পুরেছে আর এক বিপ্লবী আইনজীবী। সংবাদমাধ্যমে বিপ্লবের খই ফুটছে, আর টেবিলের তলা দিয়ে গ্রাম-শহরের নিম্নবিত্ত কিংবা মধ্যবিত্তের ব্যাঙ্ক থেকে শেষ সম্বলটুকু টেনে বের করছেন। বেশ কিছু মামলা যখন শেষ হয়ে যাওয়ার কথা, তখন এইসব আইনজীবীরাই যাদের চাকরি পাওয়ার কথা নয়, তাদেরকে দিয়ে মামলা করিয়ে দিচ্ছেন। আদালতে কখনও স্থগিতাদেশ, আবার কখনও মামলার দীর্ঘসূত্রিতার কারণে বঞ্চিত হচ্ছেন চাকরিপ্রার্থীরা। অথচ, মুখ্যমন্ত্রী মনে-প্রাণে চাইছেন আদালতের জট কেটে চাকরি পান যোগ্য প্রার্থীরা। যদি কোথাও ন্যূনতম নিয়মের ব্যতিক্রম হয়ে থাকে, তা বরদাস্ত নয়। তা সত্ত্বেও নোংরা খেলা চলছে। ধরে ফেলেছেন চাকরিপ্রার্থীরাও।

e-mail থেকে চিঠি

ঈশ্বর আল্লাহ্ তেরে নাম...

ঈশ্বর আল্লাহ্ তেরে নাম, সবকো সম্মতি দে ভগবান। এই চেনা লাইনও শব্দ হারাল রাম মন্দিরের মহিমায়। আল্লাহ্ বাদ পড়লেন, সর্বশক্তিমানের স্পর্ধা একমাত্র অন্বিত হল শ্রীরামচন্দ্র আর সীতা মায়ের সঙ্গে। এতেও আপত্তির কিছু ছিল না, যদি না রামের নামে গুহকদের ওপর আক্রমণ নেমে আসত। যদি না শম্বুকের খোঁজ চলত মুসলমান খ্রিস্টান সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পল্লিগুলোতে। উইচ হান্টিংয়ের ঢংয়ে। যদি না অসমান আর্থিক বৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করত ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরাম। এরকম একটি মঞ্চ থেকেও যখন অসমান বৃদ্ধি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়, তখন বোঝা সম্ভব যে, জল বিপদসীমার অনেক ঊর্ধ্বে বইছে। গোটা বিশ্বেই কোভিড-পরবর্তী পর্যায়ে আর্থিক পুনরুত্থান ইংরেজি 'কে' অক্ষরের আকৃতি ধারণ করেছে। অর্থাৎ, আয়ের সিঁড়িতে উপরের দিকে থাকা তুলনায় কম সংখ্যক মানুষের আয় বেড়েছে আগের চেয়েও বেশি হারে; কিন্তু নিচের ধাপগুলিতে থাকা বিপুলসংখ্যক মানুষের আয় বাড়েনি বললেই চলে, অনেক ক্ষেত্রে কমেছেও বটে। ভারতের ক্ষেত্রে এই প্রবণতাটি নিয়ে বিস্তর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন অর্থনীতিবিদদের একটি বড় অংশ। আর্থিক বৃদ্ধি অসমান হলে তার ফল সামগ্রিক অর্থব্যবস্থার পক্ষেই নেতিবাচক। তার কারণ, ব্যক্তির আয়ের পরিমাণ যত বাড়ে, মোট আয়ে ভোগব্যয়ের অনুপাত ততই কমে। যাঁর মাসিক আয় ১০,০০০ টাকা, তাঁর আয় মাসে আরও ৫,০০০ টাকা বাড়লে সেই টাকার যত অংশ ভোগব্যয়ে যাবে, যাঁর আয় মাসে ১,০০,০০০ টাকা, তাঁর আয় ৫,০০০ টাকা বাড়লে ভোগব্যয় ততখানি বাড়বে না। সে টাকা সম্ভবত সঞ্চয়ের খাতে যাবে। যেহেতু ভোগব্যয়ের টাকা সরাসরি বাজারে পৌঁছয়, এবং অতি দ্রুত হাত বদলায়, ফলে ভোগব্যয়ের পরিমাণ বাড়লেই জাতীয় আয় সবচেয়ে বেশি হারে বৃদ্ধি পায়। অতএব, আর্থিক বৃদ্ধি অসম হলে— দরিদ্রতর জনগোষ্ঠীর আয় যথেষ্ট হারে না বাড়লে— সামগ্রিক ভাবে ভোগব্যয় বৃদ্ধির হার কমে, এবং তার পর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে অর্থনীতির স্বাস্থ্যে। আসলে রামের নামে রংবাজি করতে করতে গণতন্ত্র-যন্ত্র জ্ঞান হারিয়েছে বুনো বানরের দল। আর সেজন্যই রামের নামে জয়ধ্বনি কানে গেলে ভক্তির চেয়ে ভয়, ছাদ হারানোর ভয়, দেশজ সংস্কৃতি হারানোর ভয়, অর্থনীতিক বিপর্যয়ের ভয় বেশি আসে। সবকো সম্মতি দে ভগবান। এটুকুই প্রার্থনা।

— জয়ন্ত চক্রবর্তী, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা ৪

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
editorial@jagobangla.in

ভিন্নতর রামকথা আর আমাদের মধুকবি

চারিদিকে অযোধ্যার রামচন্দ্রকে ঘিরে প্রবল হুল্লোড়। তারই মধ্যে আজ কবি মাইকেল মধুসূদনের জন্মের দুইশত বর্ষের পূর্তি। সেজন্যই রামচর্চায় মধু ছড়ালেন **সাগ্নিক গঙ্গোপাধ্যায়**

দ্বিশতবর্ষ পূর্ণ করলেন মধুকবি। তিনি উনিশ শতকের বিশিষ্ট বাঙালি কবি ও প্রথম সার্থক নাট্যকার, বাংলার নবজাগরণ সাহিত্যের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব। একইসঙ্গে বাংলা সনেট আর আধুনিক মহাকাব্যেরও জনক। অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করে বিভিন্ন মহলে প্রশংসা পেয়ে ১৮৬১-তে মহাকাব্য 'রামায়ণ' অবলম্বনে একই ছন্দে মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচনা করেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ কাব্য'।

মোটেই রামচন্দ্রের অনুরাগী ছিলেন না। দু'শো বছর আগে তিনি যখন জন্মেছিলেন তখন এ-বঙ্গে ভাঙা-গড়ার জটিল সময়। সেই আবহেই বাংলা ভাষায় নতুন ছন্দে রচনা করলেন ভিন্নতর রামকথা। সেই রামকথায় বিষ্ণু-অবতার রাম নন, বড় হয়ে উঠলেন ইন্দ্রজিৎ। আম বাঙালি সেই ইস্কুলবেলা থেকে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'র অংশবিশেষ পড়ে, কিন্তু মধুসূদনের রামকথার 'রাজনৈতিক' তাৎপর্য খুব একটা তলিয়ে ভাবে না। ভাবলে মধুসূদনের এই রামকথা একেলে জঙ্গি হিন্দুত্ববাদীদের বিরুদ্ধে বাঙালির চিত্ত বৈভবের শাণিত অস্ত্র হতে পারত। আর হিন্দু তালিবানরা মধুসূদনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করতেন।

হিন্দি বলয়ের গোঁড়া হিন্দুত্ববাদীরা পিতৃতন্ত্রকে কায়েম রাখার জন্য রামচন্দ্রকে ব্যবহার করেন, রামচন্দ্রকেন্দ্রিক সেই বয়ানে রামরথের ঘর্ঘর শব্দ শ্রুত হয়। রাম 'অপর'পক্ষীয়দের পদানত করবেন আর তাঁর নামে কায়েম হবে সার্বিক রামরাজত্ব— এই হল গেরুয়াবাদীদের স্বপ্ন। তাঁদের এই রামরাজ্যে সীতা নিতান্তই রামের অনুগতা। মেয়েরা পুরুষের জন্য। মধুসূদন সচেতন ভাবেই তাঁর রামকথায় এই দুই ভাবের বিরোধিতা করেছেন।

মধুসূদন-রচিত রামকথা দু'ভাবে হিন্দুত্ববাদীদের চেনা ন্যারেটিভের বিরোধিতা করেছে। এক দিকে লঙ্কার সমৃদ্ধি ও বৈভবের বিবরণ দিচ্ছেন মধুকবি, অন্য দিকে লঙ্কার রমণীদের স্বাধীন মনোভঙ্গির পরিচয় তুলে ধরছেন। রাবণের লঙ্কা কোনও অর্থেই রামের অযোধ্যার চাইতে দীন-হীন নয় তা বোঝাতে কোনও কার্পণ্য করেননি মধুসূদন। রামকথায় লঙ্কাপুরীর রমণীরা তাই বাস্তবের নিয়ম লঙ্ঘন করেন, ব্যতিক্রমী তাঁরা। নিজেদের মতামত সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেন নির্দ্বিধায়। এই মহাকাব্যের প্রথম সর্গেই যুদ্ধ-হত বীরবাহুর জননী চিত্রাঙ্গদা প্রকাশ্য রাজসভায় রাবণকে বলেন, 'নিজ কর্ম-ফলে, মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি।'

পুরুষ রাবণের সীতাহরণ যে সমর্থনযোগ্য নয়, এই উচিতকথা যেমন রাবণপত্নী বলতে ছাড়েন না, তেমনই ইন্দ্রজিতের মতো বীরস্বামীর গর্বে বলীয়ান প্রমীলাও মধুসূদনের কাব্যে নিজ ভুজবলের প্রতি গভীর ভাবে আস্থাশীল। প্রমীলার স্বাধিকারবোধ নজরকাড়া। লঙ্কাপুরীর নারীদের আত্মমর্যাদাবোধ, ইন্দ্রজিতের বীরত্ব, বিভীষণের যুক্তিবাণ— প্রমাণ করে মধুসূদন কোনও অর্থেই লঙ্কাপুরীকে অযোধ্যার থেকে ন্যূন বলে মনে করতেন না। এখানে দু'-পক্ষের অবস্থান যেন সমান সমান। এ নরদেবতা আর রাক্ষসের লড়াই নয়, সভ্য আর অসভ্য বুনোর লড়াই নয়, দুই সমান গরিমাসম্পন্ন সভ্যতার চিন্তা দর্শনের সংঘাত।

তরুণ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য-এ অন্তর্লীন রাজনীতির বাতটুকু ধরতে পারেননি। তাই তিনি 'মেঘনাদ বধ কাব্য'-এর তীব্র সমালোচক। তিনি লিখছেন, "আজকাল যাঁহারা মহাকবি হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া মহাকাব্য লেখেন তাঁহারা... রাশি রাশি খটমট শব্দ সংগ্রহ করিয়া একটা যুদ্ধের আয়োজন করিতে পারিলেই মহাকাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ...মেঘনাদ বধের রাবণে অমরতা নাই, রামে অমরতা নাই, লক্ষ্মণে অমরতা নাই, এমন কি ইন্দ্রজিতেও অমরতা নাই। মেঘনাদবধ কাব্য-এর কোন পাত্র আমাদের সুখদুঃখের সহচর হইতে পারেন না, আমাদের কার্য্যের প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তক হইতে পারেন না।"

এর ঠিক উল্টো দিকে অবস্থান স্বামী বিবেকানন্দের। তাঁকে প্রচারের থালায় সাজিয়ে হিন্দুত্ববাদীরা হিন্দি হিন্দুত্বের তালিবানিপনা করে বেড়ান। সেই বিবেকানন্দ কিন্তু ঠিক বুঝেছিলেন মধু কবির মেসেজটা। মেঘনাদবধ কাব্যর ওজস্বী ভাষা, ইন্দ্রজিৎ ও রাবণের রাজসিকতা স্বামীজির প্রশংসার কারণ। বিবেকানন্দ মনে করেন, "রজোগুণের ভেতর দিয়ে না গেলে উন্নত হবার জো আছে কি?" মধুসূদনের কাব্যে লঙ্কার সভ্যতায় তিনি সেই রজোগুণের প্রকাশ দেখেছিলেন। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য সভ্যতার বিবরণ দিতে গিয়ে বারবার লেখেন সেখানকার মেয়েদের কথা। কর্তৃত্বময়ী, কার্যকারিণী শক্তির অধিকারিণী সেই মেয়েদের সঙ্গে মধুসূদনের কাব্যের লঙ্কাপুরীর মেয়েদের কোথাও হয়তো মিল পেয়েছিলেন। বিবেকানন্দ তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনার শেষে পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক শক্তির অন্যায়ের বিরোধিতা করার জন্য এক ভাবে রামায়ণের বিশ্লেষণ করেছিলেন। সেই বিশ্লেষণের মধ্যে উনিশ শতকের স্বভাবসিদ্ধ স্বাদেশিকতার বোধ প্রবল, আর্য-সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা আছে কিন্তু সেই স্বাদেশিকতাবোধ ও আর্যশ্রদ্ধার সূত্রে তিনি রামকেন্দ্রিক উপনিবেশবাদ প্রচার করেননি। তাঁর জিজ্ঞাসা, "তুমি ইউরোপী, কোন্ দেশকে কবে ভাল করেছ? ...যেখানে দুর্ব্বল জাতি পেয়েছ, তাদের সমূলে উৎসাদন করেছ; তাদের জমীতে তোমরা বাস করছ, তারা একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেছে।... তোমাদের অস্ট্রেলিয়া, নিউজিলন্ড, পাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ, তোমাদের আফ্রিকা?" এই উপনিবেশবাদী পাশ্চাত্যের সঙ্গে রামের পার্থক্য কোথায়? বিবেকানন্দ লেখেন "রামচন্দ্র আর্য্য রাজা, সুসভ্য, লড়ছেন কার সঙ্গে? লঙ্কার রাবণ রাজার সঙ্গে। সে রাবণ, রামায়ণ পড়ে দেখ, ছিলেন রামচন্দ্রের দেশের চেয়ে সভ্যতায় বড় বই কম নয়।" মধুসূদনের মতোই বিবেকানন্দও মনে করেন রাবণের সভ্যতা রামের সভ্যতার সমতুল। দুজনেরই মতে, রামায়ণ রামের বুনোবিজয়ের কাহিনি নয়। বিবেকানন্দ রামকথার বিদেশি বিশ্লেষকদের প্রশ্ন করেন, "হতে পারে দু'এক জায়গায় আর্য্য আর বুনোদের যুদ্ধ হয়েছে... রাজারা মেরে ধরে চলে গেল। এ হতে পারে; কিন্তু এতেও বুনোদের জঙ্গল কেড়ে নিয়েছে, কোথায় পাচ্ছ?" মধুসূদনেও রামকথাতেও পাশ্চাত্যের 'অসভ্য' উপনিবেশকর্তার মতো শোকাহত লঙ্কাপুরীর উপর আক্রমণ করেননি রাম, সপ্তদিবানিশি বিষাদ যাপনের মর্যাদা লঙ্কা পেয়েছে। রামের নামে সবার স্বাধিকার হরণ করার রাজনীতি আসলে বিবেকানন্দের ব্যাখ্যা অনুসারে রামের নৈতিকতাবোধের বিরোধী।

কায়স্থ সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তাঁর জীবনের নানা ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ হিন্দুত্ববাদীদের খাওয়া-পরা, আচার-বিচার সংক্রান্ত তঞ্চকতার বিরোধিতা করেছিলেন। তাদেরকে 'স্বদেশী আহাম্মক' বলতে দ্বিধা করেননি। সেই কথাটির পুনঃ প্রয়োগের অনুকূল পরিবেশ চারিদিকে এখন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গরফার নর্থ পূর্বাচল রোডের একটি ফ্ল্যাট থেকে বুধবার সকালে উদ্ধার হল এক মহিলার দেহ। নাম মমতাজ বিবি (৩৮)। মহিলার এক সঙ্গীকে আটক করেছে পুলিশ

খরচ ১৭৬০ কোটি টাকা, জলধারণ ক্ষমতা টালা ট্যাঙ্কের ৬ গুণ

হুগলিতে রাজ্যের বৃহত্তম পানীয় জলপ্রকল্প

প্রতিবেদন : বৃহত্তর কলকাতার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়ে চলা পানীয় জলের চাহিদা মেটাতে একটি অত্যাধুনিক জল শোধনাগার তৈরির কাজে হাত দিচ্ছে রাজ্য। কলকাতার উপকণ্ঠে হুগলি জেলার উত্তরপাড়া-কোতরং পুরসভার হিন্দমোটর এলাকায় ১৭৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজ্যের বৃহত্তম জল শোধনাগার গড়ে উঠতে চলেছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। জলধারণ ক্ষমতার বিচারে যা টালা ট্যাঙ্কের ৬ গুণ। ৫৫ মিলিয়ন গ্যালন জল ধরে রাখতে পারবে এই জলাধার।

এই পানীয় জলপ্রকল্প গড়ে উঠলে ৭টি পুরসভা এবং ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। প্রতিদিন ৫৫ গ্যালন জল শোধন করা যাবে। হিন্দমোটরে যেখানে একটি ফিল্ম সিটি গড়ে তোলার জন্য জমি বাছা হয়েছিল সেখানেই এই জল শোধনাগার গড়ে উঠবে। টালায় এখন ৯ মিলিয়ন গ্যালন জল ধরে রাখার ব্যবস্থা আছে।

এখানে থাকবে ৬ গুণ। হিন্দমোটরে প্রস্তাবিত শোধনাগারে ৫৫ মিলিয়ন গ্যালন জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। উত্তরপাড়া-কোতরং, কোন্নগর, রিষড়া, শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটি, চাঁপদানি ও ডানকুনি পুরসভা সহ আশপাশের আরও ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পানীয় জল সরবরাহের জন্য ৬০টি ওভারহেড ও ৭টি ভূগর্ভস্থ জলাধার গড়ে তোলা হচ্ছে। সেই কাজ ২০১৯ সালেই শুরু হয়ে গিয়েছে।

গঙ্গা থেকে জল তুলে তা হিন্দমোটরের শোধনাগারে টেনে আনতে নদীতে একটি ইনটেক জেটি স্থাপন করা হয়েছে। বসানো হচ্ছে পাইপ লাইনও। এই প্রকল্প নিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী তথা কেএমডিএ-র চেয়ারম্যান ফিরহাদ হাকিম জানান, টালা ও পলতা বেশ পুরনো। তবে হিন্দমোটরের প্রকল্পই রাজ্যের বৃহত্তম প্রকল্প হতে চলেছে। সবচেয়ে বড় জল শোধনাগার হতে চলেছে সেটি। রোজ ৫৫ গ্যালন জল সেখানে পরিশোধন করা যাবে। স্থানীয় পুরসভাগুলি এই প্রকল্প গড়ে তুলতে বা তার রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে না বলে আগেই জানিয়েছিল। কিন্তু মানুষ যাতে পানীয় জল থেকে বঞ্চিত না হন তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কেএমডিএ এই প্রকল্প গড়ে তুলছে এবং প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ করবে। এখান থেকে পরবর্তীকালে পাইপের মাধ্যমে আমরা উত্তর কলকাতা ও ব্যারাকপুর মহকুমাতেও জল নিয়ে যেতে পারব। জল শোধনাগারের পাশে একটা ইকো পার্কও গড়ে তোলা হচ্ছে।

২৬ জানুয়ারি মেট্রোয় চলবে কড়া নজরদারি

প্রতিবেদন : সাধারণতন্ত্র দিবসে বাড়তি নিরাপত্তা মেট্রো স্টেশনে। প্রত্যেকটি মেট্রো স্টেশনে ২৬ জানুয়ারি সন্ধ্যায় বাড়তি নজরদারি চালাবে রেল পুলিশ। কলকাতা মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানান, ক্রাইম ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ, স্পেশাল ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ, কিউআরটি টিম, পুলিশ কুকুর দিয়ে নজরদারি চালানো হবে। এছাড়াও সাদা পোশাকের পুলিশ টহল দেবে গোটা স্টেশন জুড়ে। কোথাও কোনও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে কিউআরটি টিম তৎক্ষণাৎ সেখানে পৌঁছে যাবে। সিসিটিভিতে চলবে নজরদারি। যাত্রীদের ব্যাগ তল্লাশি করা হবে প্রয়োজনমতো। পার্কিং এরিয়াগুলোতেও স্নিফার ডগ দিয়ে তল্লাশি চালানো হবে।

আজ, বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে ১০ম কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন্স ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। বিকেল পাঁচটায় নন্দনে উৎসবের উদ্বোধন। তার আগে সেজে উঠছে নন্দন চত্বর। বুধবার বৃষ্টি মাথায় নিয়ে তার প্রস্তুতি ঘুরে দেখলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। — শুভেন্দু চৌধুরী

বালি খাদান নীতির সাফল্য রাজস্ব আদায়ে নয়া নজির

প্রতিবেদন : রাজ্যের নতুন বালি খাদান নীতির সুবাদে রাজস্ব আদায়ে নজির তৈরি করতে চলেছে বাংলা। ২০২৩-২৪ আর্থিক বছরে এই খাতে রাজ্যের রাজস্ব আদায় এক হাজার কোটি টাকা ছুঁতে পারে বলে আশা করছেন কর্তারা। ২০২১ সালের জুলাই মাসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেআইনি বালির কারবার ও সেই কারণে পরিবেশের ক্ষতি আটকাতে বালি খাদান সংক্রান্ত নতুন নীতি প্রণয়ন করেন। এই নীতি প্রণয়নের আগে বালিখাদান থেকে রাজ্যের বার্ষিক কর আদায় ছিল গড়ে বার্ষিক ১৫০ কোটি টাকা। নতুন নীতি প্রণয়নের ফলে বালি খাদানের অনুমতি দান, নিলাম সহ সমগ্র প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এসেছে। এর পরে ২০২২-২৩ আর্থিক বছরে খাদান থেকে বালি তোলা এবং পরিবহণ খাতে রয়্যালটি ও সেস বাবদ রাজ্য সরকার ৪০০ কোটি টাকারও বেশি আয় করেছে বলে রাজ্যের খনিজ সম্পদ উন্নয়ন নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে।

সরকারের নতুন নীতি অনুযায়ী খাদানের নিলাম ও বালি তোলা ও পরিবহণ সংক্রান্ত অনুমোদনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ অনলাইনে করার পরে এপর্যন্ত ৬০ লাখের বেশি ই-চালান তৈরি করা হয়েছে। রেল এবং সড়কপথে আন্তঃরাজ্য বালি পরিবহণের অনুমোদন দেওয়ার প্রক্রিয়াও অনলাইনে আনা হয়েছে। বালি খাদানগুলির ওপরে নজরদারি আরও মজবুত হয়েছে। এর ফলে,

রাজ্যে বালি পাচার বন্ধ হয়েছে এবং রাজস্ব আদায় বেড়েছে।

অন্যদিকে নতুন বালি খাদান নীতির আওতায় খাদান নিলাম করে আগামী পাঁচ বছরে ১১০০ কোটি টাকার বেশি রাজস্ব আদায় হবে বলে অনুমান রাজ্য সরকারের। যা ওই খাদানগুলি থেকে প্রাপ্য রয়্যালটি সেস ও রাজস্বের থেকে অনেক বেশি। ১১৫৪ হেক্টর এলাকায় বিস্তৃত শতাধিক বালি খাদান নিলাম করার মধ্য দিয়ে এই রাজস্ব আদায় করা হবে বলে রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শশী পাঁজা জানিয়েছেন। শিল্পমন্ত্রী জানান, ২০২১-এ ওই নতুন বালি খাদান নীতি কার্যকর করার পরে চারটি পর্যায়ে বালি খাদানগুলি নিলাম করে নতুন মাইন ডেভেলপার ও অপারেটরদের বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

আবাস প্রকল্পের পরিদর্শন

সংবাদদাতা, বারাসত : আবাস যোজনার কাজকর্ম এবং তালিকা খতিয়ে দেখতে বারাসত পুরসভায় এল কেন্দ্রের তদন্তকারী দল। বুধবার সকালে। আটজনের প্রতিনিধি দল প্রথমে পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। পরে ওঁকে নিয়েই বেরিয়ে পড়েন বারাসত পুরসভার ২৮, ৩০, ৩২, ৩৪ নম্বর ওয়ার্ড পরিদর্শনে। সেখানে আবাস যোজনায় ঘর-পাওয়া পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। বিভিন্ন বিষয় জানতে চান। যাওয়ার সময় কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের এই রাজ্যের দায়িত্বে থাকা রাজকুমার গৌতম জানিয়েছেন, তাঁরা কেন্দ্র ও রাজ্যকে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেবেন। পুরপ্রধান অশনি মুখোপাধ্যায় জানান, আমরা দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশিত পথেই কাজ করেছি। ফলে তদন্তকারী দল কাজে কোনও অসঙ্গতি পায়নি।

বাবা-মায়ের সঙ্গেই দিল্লি যাবে কিশোর বিজ্ঞানী অভিজ্ঞান

সংবাদদাতা, হুগলি : দিল্লির কুচকাওয়াজে বিশিষ্ট অতিথির স্বীকৃতি নিশ্চিত হল কিশোর বিজ্ঞানী অভিজ্ঞানের। বউ বা একা নয়, বাবা-মায়ের সঙ্গে ২৫ জানুয়ারি দিল্লির উদ্দেশ্যে বিমানে চড়বে ১৬ বছরের এই কিশোর। চুঁচুড়ার এই খুদে বিজ্ঞানীর ইচ্ছের কাছে মাথা নত করল ভারত সরকার!

সম্প্রতি হুগলি কলেজিয়েট স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র অভিজ্ঞান

কিশোর দাসকে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রকের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। দিল্লির কর্তব্যপথে অনুষ্ঠিত সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হলেও আজব এক কারণের জন্য সাধারণতন্ত্র দিবসের দিল্লির কুচকাওয়াজে অভিজ্ঞানের অংশগ্রহণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল। ১৬ বছরের এই কিশোরকে শর্ত দেওয়া হয়েছিল সস্ত্রীক আসতে হবে। জবাবে অভিজ্ঞান জানায়, বাবা-মা অথবা তাঁদের একজনকে সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক। খবরটির প্রচারিত হওয়ার পর সমস্ত মহলে নিন্দা ও বিদ্রুপের ঝড় ওঠে। দিল্লির একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের বাঙালি আধিকারিকদের মধ্যেও হতাশা ও ক্ষোভ দেখা যায়। উপযুক্ত প্রতিবাদ জানান অনেকে। এরপরেই নড়েচড়ে বসে দিল্লি। শেষে মাথা নত করতে বাধ্য হয় কেন্দ্রীয় সরকার। মঙ্গলবারই অভিজ্ঞানকে ফোন করে অভিভাবক-সহ দিল্লি যাওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক। কুচকাওয়াজের পর মন্ত্রীদের সঙ্গে চা-চক্র ও দিল্লি শহর ঘুরে দেখানোরও ব্যবস্থা থাকছে বলে জানানো হয়েছে।

বাড়ল তাপমাত্রা, রাজ্য জুড়ে অকাল বৃষ্টি

প্রতিবেদন : পূর্বাভাসমতো বুধের সকাল থেকেই অকাল বৃষ্টিতে ভিজল দক্ষিণের জেলাগুলো। দুপুর গড়াতেই মেঘলা আকাশ বদলে গেল বৃষ্টিস্নাত আবহাওয়ায়। কখনও হাল্কা, কখনও মাঝারি বৃষ্টিতে যানজট বাড়ল কলকাতায়। অনেকে আবার সোয়েটার-চাদর সামলে কীভাবে বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচাবেন তাই বুঝে উঠতে পারলেন না। কেউ কেউ আবার আগে থেকেই ছাতা নিয়ে বেরনোয় খুব একটা

সমস্যায় পড়লেন না। কলকাতার পাশাপাশি হাওড়া, হুগলি, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সারাদিন ধরেই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হয়েছে। শীতের দাপটে বৃষ্টির সারপ্রাইজ দ্রুত পারদ পতন ঘটাবে বলেই মত আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। সকালে চরম ঠান্ডা হাওয়া আর পাল্লা দিয়ে ঘন কুয়াশা। বেলা বাড়তেই বৃষ্টিতে আরও জবুথবু দক্ষিণবঙ্গ। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা মঙ্গলবারের চেয়ে প্রায় সাড়ে ৪ ডিগ্রি বেশি। তবে সারাদিনই আকাশ ছিল মেঘলা। মেঘ কাটলেই ফের পারদ পতন শুরু হবে, বলছে হাওয়া অফিস। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, ঝাড়খণ্ড থেকে থেকে ঠান্ডা বাতাস বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সেই কারণে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে আসা জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে রাজ্যে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা না থাকলেও দার্জিলিং এবং কালিম্পঙের পাহাড়ি এলাকায় আগামী রবিবার পর্যন্ত বৃষ্টি চলবে।

রাজ্য

25 January, 2024 • Wednesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

১৮ এপ্রিল থেকে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার অ্যাডমিট দেওয়া শুরু। ২৮ এপ্রিল রাজ্যে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা। আগামী ৩১ জানুয়ারি রেজিস্ট্রেশন করার শেষ দিন। যাঁদের রেজিস্ট্রেশন করা বাকি নির্ধারিত দিনের মধ্যে তা শেষ করতে হবে

কেন্দ্রের বঞ্চনা ও এজেন্সির অপব্যবহারের প্রতিবাদ

বসিরহাটের জনসভায় উপচে পড়ল ভিড়

■ বুধবার বসিরহাটের জনসভায় সুজিত বসু, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, পার্থ ভৌমিক, নির্মল ঘোষ, নারায়ণ গোস্বামী প্রমুখ।

সংবাদদাতা, বসিরহাট : বুলেট নয়, ব্যালটেই বিজেপিকে এ-রাজ্য থেকে তাড়ানো হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। সেখানে বিজেপির কোনও মুখকে দেখা যায়নি। ১৯০৫ সালে সংঘবদ্ধ বাঙালিরা রুখে দিয়েছিল বঙ্গভঙ্গ। আর এখন বিজেপির ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে আমাদের একযোগে লড়তে হবে। বুধবার বসিরহাটের জনসভা থেকে এই ভাষাতেই বিজেপিকে আক্রমণ করেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা তথা রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। এদিন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল বসিরহাট কলেজ সংলগ্ন প্রান্তিক মাঠে। কনকনে ঠান্ডার সঙ্গে ঝিরঝিরে বৃষ্টি উপেক্ষা করে উপচে পড়ে সভার মাঠ। তৃণমূল কর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতোই। সভায় উপস্থিত ছিলেন, রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, পানিহাটির বিধায়ক তথা বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ-সহ দলীয় নেতৃত্ব।

বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ বলেন, ভগবান রামকে সামনে রেখে ভারতবর্ষকে ভাগ করতে চায় বিজেপি, এটা কখনওই কাম্য নয়। সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক বলেন, রাজনীতি মানুষের কাজ নিয়ে বিচার হয়, ধর্ম নিয়ে হয় না। কাজের বিনিময়ে আস্থা অর্জন করা রাজনৈতিক বিষয় হওয়া উচিত। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপরিষেবা উল্লেখ করে তার তালিকাও তুলে ধরেন মন্ত্রী। বাংলার মহিলাদের সম্মান প্রদর্শন করার জন্য বাংলার জনদরদী মুখমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আজ গোটা দেশেই জনপ্রিয়। হাওয়াই চপ্পল পরা মহিলা মুখ্যমন্ত্রী বাংলার রাজপথে বেরোলে আর কোনও নেতৃত্বের প্রয়োজন নেই। বাংলার রাজনীতিতে তিনি একাই একশো।

ধর্মীয় পাপমোচন করার জন্য যেমন বিভিন্ন ধর্মের লোকেদের স্ব স্ব ধর্মীয় স্থানে যেতে হয়, ঠিক তেমনি বিজেপির পাপমোচন করার জন্য বসিরহাটের বিশাল জনসভায় ডুব দিয়ে পাপমোচনের দাওয়াই দেন পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। রবীন্দ্র-নজরুলের সৌভ্রাতৃত্বের বাণীকে পাথেয় করে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারার কথা বলেন। বিজেপিকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী সরকার হিসাবে ব্যঙ্গ করেন। অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলেন, সাধারণ মানুষের জন্য সেটাই করে দেখান। তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে যত আক্রমণ করেছে বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট তত বেড়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজের প্রশংসা করে বিজেপির ধর্মীয় বিভাজন বাংলার মানুষ মেনে নেবে না, বলেন জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী। সভায় উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হাজী শেখ নুরুল ইসলাম, চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, বিধায়ক রফিকুল ইসলাম, দেবেশ মণ্ডল, ডাঃ সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার মাহাতো, উষারানি মণ্ডল, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ বুরহানুল মুকাদ্দিম-সহ অন্যরা।

কাজল শেখকে নিয়ে অপপ্রচার, ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

জবাব দিলেন ফিরহাদ

প্রতিবেদন : কাজলকে নিয়ে অযথা রাজনীতি করা হচ্ছে। অপপ্রচার চালাচ্ছে এক শ্রেণির মিডিয়া। বুধবার বর্ধমানে যাওয়ার পথে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু মুখ্যমন্ত্রীই নন, কাজলকে যে বাদ দেওয়া হয়নি কমিটি থেকে, তা স্পষ্ট করে দেন মন্ত্রী তথা বীরভূমের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ফিরহাদ হাকিমও। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কাজলকে নিয়ে কেন এত কথা হচ্ছে? কাজল জেলা পরিষদের সভাধিপতি। সে তো স্বাভাবিক নিয়মেই কোর কমিটিতে থাকবে। তারপর কাজলকে নানুর ও কেতুগ্রামের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তাহলে কেন এত জল্পনা? সে প্রশ্ন তোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। সংবাদমাধ্যমের ভূমিকায় রীতিমতো ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন তিনি। তারপর কাজল শেখকে নিয়ে ব্যাখ্যা দেন ফিরহাদ হাকিম। ফিরহাদ বলেন, কাজল খুব ডিসিপ্লিনড। কাজল শেখকে বাদ দেওয়া হয়নি। কাজল বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি হওয়ার দৌলতে কোর কমিটিতে 'ইনভাইটি মেম্বার'। আর কোন নেতা কোন এলাকা দেখবেন, সেটিও গতকালের বৈঠকে স্থির করে দিয়েছেন আমাদের নেত্রী। এদিন ফের তিনি বুঝিয়ে দেন, কে কোন সংগঠনের দায়িত্বে থাকবেন। চন্দ্রনাথ সিনহা দেখবেন বোলপুর, মুরারই ও ময়ূরেশ্বর। বিকাশ রায়চৌধুরী সিউড়ি ও দুবরাজপুরের সংগঠনের দেখভাল করবেন। অভিজিৎ সিনহাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে লাভপুর, সাঁইথিয়া ও নলহাটির। আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়িত্বে রামপুরহাট ও হাসান এবং কাজল শেখের দায়িত্বে নানুর ও কেতুগ্রাম। ফিরহাদ ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝিয়ে দেন, কাজল শেখের কোনওরকম ডানা ছাঁটা হয়নি। খুব শীঘ্রই তিনি জেলায় যাবেন। সাংগঠনিক কাজকর্মের রিপোর্ট দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

রাজ্যপালকে কালো পতাকা

প্রতিবেদন : 'কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি' চালুর বার্তা দিতে চান রাজ্যপাল তথা আচার্য। এই অভিযোগেই বুধবার তাঁকে ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজ্যপালের গাড়ি প্রবেশ করতেই কালো পতাকা দেখাতে থাকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও ডিএসও। 'গো ব্যাক' স্লোগানও দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, বুধবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬৭তম প্রতিষ্ঠাদিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসেন তিনি। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের অভিযোগ, রাজ্যপাল আচার্য বলে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের লোককে অস্থায়ীভাবে উপাচার্য হিসাবে নিয়োগ করছেন। এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর অবস্থা খুবই খারাপ। ক্যান্টিন থেকে শুরু করে শৌচালয়গুলির বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কিন্তু বরাদ্দ অর্থ না দিয়ে রাজ্যপাল কোর্টে চলে গিয়েছেন। নিজের স্বার্থে মামলা লড়তে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তুলেছেন বলেও অভিযোগ করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের। এর জেরে রাজ্যপালকে তারা দেখে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেয়।

'সিটে' চাই ন্যাজাট থানাকে ● ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্য

ঢাক পিটিয়ে ইডির অভিযান, মিলল ২৫০০ টাকা

প্রতিবেদন : ন্যাজাট থানাকে বাদ দিয়ে কীভাবে সন্দেশখালির ঘটনার যথাযথ তদন্ত সম্ভব? এই প্রশ্ন তুলে ডিভিশন বেঞ্চে গেল রাজ্য। রাজ্যের যুক্তি, স্থানীয় থানাকে বাদ দিয়ে এই তদন্ত অর্থহীন। তদন্তের কাজে অবশ্যই যুক্ত করা দরকার ন্যাজাট থানাকে। তাই হাইকোর্টের একক বেঞ্চ 'সিট'-এ ন্যাজাট থানার কোনও অফিসারকে না রাখার যে নির্দেশ দিয়েছে তাকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ রাজ্য। এদিকে বুধবার ইডির সন্দেশখালি অভিযানের নিটফল সর্বসাকুল্যে ২,৫০০ টাকা উদ্ধার। তাও আবার ৫০০ টাকার ৫টি পুরনো নোট। যা আসলে অচল। লোকলস্কর নিয়ে, রীতিমতো ঢাক পিটিয়ে বুধবার সকালে সন্দেশখালির সরবেড়িয়া গ্রামে শাহজাহান শেখের বাড়িতে হাজির হন ইডির আধিকারিকরা। কিন্তু ফলাফল, অশ্বডিম্ব। শাহজাহানের হদিশ তো মেলেইনি, পাওয়া যায়নি তেমন নথিপত্র। এদিকে সন্দেশখালি নিয়ে গেরুয়া নেতা দিলীপ ঘোষকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এক্স-হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, আপনার যদি সাহস থাকে তা হলে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র এবং দুর্নীতিতে অভিযুক্ত ইডি অফিসার রাজকুমার রাম সম্পর্কে কীভাবে সত্য প্রকাশ করবেন? এক্স-হ্যান্ডেলে তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, বাংলার প্রশাসনকে ভরসা করতে শিখুন কেন্দ্রীয় সংস্থারা। প্রকৃত অর্থেই শূন্যহাতে,

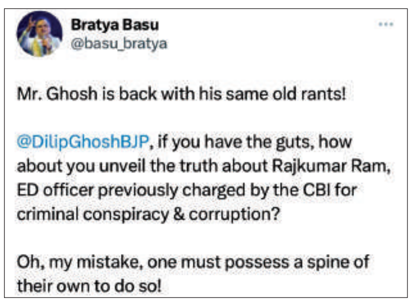
Bratya Basu
@basu_bratya

Mr. Ghosh is back with his same old rants!

@DilipGhoshBJP, if you have the guts, how about you unveil the truth about Rajkumar Ram, ED officer previously charged by the CBI for criminal conspiracy & corruption?

Oh, my mistake, one must possess a spine of their own to do so!

নিরাশমুখেই এদিন ফিরতে হল ইডিকে। ভোর হতে না হতেই প্রস্তুত বিশাল কনভয়। ৫ জানুয়ারি অভিযান চালাতে গিয়ে যেভাবে গণপ্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল, তার থেকে শিক্ষা নিয়ে বুধবার আর কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি ইডি। সবমিলিয়ে প্রায় ২৫/৩০টি গাড়ির কনভয়ে অন্তত ১২৫ জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর সশস্ত্র জওয়ান। প্রত্যেকেই সুসজ্জিত অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, কাঁদানে গ্যাস, ঢাল, লাঠিতে। সকাল ৮টা নাগাদ কনভয় পৌঁছে যায় সরবেড়িয়ায়। তবে এবারে আর ১৯ দিন আগের ভুলটা করেনি কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সি। আগেভাগেই রাজ্য পুলিশকে তারা খবর দিয়ে রেখেছিল। ফলে আগাগোড়া সহযোগিতাও করেছে রাজ্য পুলিশ। কিন্তু রাজ্য পুলিশকে পাশে নিয়ে বুকে সাহস সঞ্চয় করে আকুঞ্জপাড়ায় শাহজাহানের ৪টি বাড়িতে ঘুরেও তাঁর খোঁজ পায়নি ইডি। তালা লাগানো ছিল ৩টি বাড়িতেই। শেষে একটি বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকে ইডি। কিন্তু ২৫০০ টাকা এবং কিছু কাগজপত্র ছাড়া কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। নিরাশ ইডি আধিকারিকরা শেষপর্যন্ত বাড়ি সিল করে দিয়ে ২৯ জানুয়ারি শাহজাহানকে হাজির হওয়ার নোটিশ লাগিয়ে দিয়ে ফিরে আসেন। এদিকে এদিন তৃণমূলের আইটি সেলের প্রধান দেবাংশু ভট্টাচার্য ট্যুইট-বার্তায় লিখেছেন, আমরা প্রথমদিন থেকে বলে আসছি, স্থানীয় পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করুন। আজ দেখুন, রাজ্য পুলিশের সহযোগিতায় কী মসৃণভাবে সবটা এগচ্ছে।

মাধ্যমিকের সময়, মামলা হাইকোর্টে

প্রতিবেদন : মাধ্যমিক পরীক্ষার সূচিতে কোনও বদল হয়নি, পরিবর্তন হয়েছে সময়ের। আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক। পড়ুয়াদের সুবিধার কথা ভেবে পর্ষদ পরীক্ষার সময় এগিয়ে এনেছে সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে। মাধ্যমিক পরীক্ষার নির্ধারিত সেই নতুন সময় নিয়ে এবার মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে। বুধবার হাইকোর্টে বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে দায়ের হয়েছে এই মামলা। নতুন সময় নিয়ে আপত্তি জানিয়েই মামলা হয়েছে আদালতে। আবেদনে বলা হয়েছে, কেন পরীক্ষার মাত্র কয়েকদিন আগে সময় পরিবর্তন হল। আগের সময়েই পরীক্ষার নির্দেশ দিক আদালত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কুশাঙ্কুর-এর উদ্যোগে পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হল শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী ও স্বামীজির স্মৃতিধন্য আঁটপুর রামকৃষ্ণ মিশনে। কুশাঙ্কুর পরিবারের তরফে আপাতত দশম শ্রেণির দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়া হল আশ্রম-প্রধানের হাতে

ফের চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতালে চালু হল বন্ধ্যাত্বকরণ অস্ত্রোপচার

সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা : একসময়ে লাইগেশন বা বন্ধ্যাত্বকরণ অপারেশনে রাজ্যে প্রথমস্থান দখল করেছিল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতাল। পরপর বেশ কয়েকবছর শীর্ষস্থান ধরে রাখলেও পরে বন্ধই হয়ে যায় অপারেশন। দু'বছর বন্ধ থাকার পর ফের চালু হয়েছে অপারেশন ও চিকিৎসা। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায়, স্ত্রীরোগ চিকিৎসক ডাঃ গৌতম প্রতিহার একটা সময় হাসপাতালের বিএমওএইচ-এর দায়িত্বও সামলেছেন। গৌতম সেরা স্ত্রীরোগ চিকিৎসায় সেরার পুরস্কারও পেয়েছিলেন রাজ্য সরকারের কাছ থেকে। ২০২১-এর ৩০ সেপ্টেম্বর অবসর নেন উনি। তার পরেই বন্ধ্যাত্বকরণ অপারেশনে চন্দ্রকোনা গ্রামীণ হাসপাতাল গৌরব হারায়, শেষে বন্ধ হয়ে যায়। চরম সমস্যায় পড়তে হয় বহু মহিলাকে। তাঁদের ঘাটাল মহকুমা হাসপাতাল বা মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ছুটতে হয়। বিএমওএইচ ডাঃ স্বপ্ননীল মিস্ত্রির প্রচেষ্টায় পুনরায় অপারেশন চালু হওয়ায় খুশি সবাই। ৫ ডিসেম্বর জেলা স্বাস্থ্য দফতর ডাঃ গৌতমকে ফের দায়িত্ব দেয়। তাতেই ফের চালু হল অপারেশন।

স্কুলের সুবর্ণজয়ন্তী

■ ইটাহার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ উদযাপন করা হল। এই উপলক্ষে দু'দিনব্যাপী নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শোভাযাত্রা বের করে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন হয়েছে। বুধবার দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি পম্পা পাল, বিধায়ক মোশারফ হোসেন, বিধায়ক গৌতম পাল, সভাপতি রিনা সরকার, মৌসুমি আচার্য প্রমুখ।

ক্যাথল্যাব চালু

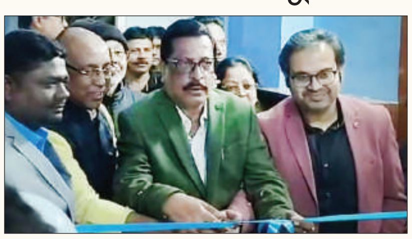

■ প্রায় চার মাস আগে রাজারহাটের ১০০ শয্যাবিশিষ্ট এক বেসরকারি হাসপাতালে ক্যাথল্যাবের সুযোগ ছিল না। বুধবার থেকে সেই সুযোগ চালু হল। এদিন ওই ক্যাথল্যাবের উদ্বোধন করেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। ছিলেন বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায়, মধ্যমগ্রাম পুরসভার চেয়ারম্যান-ইন কাউন্সিল সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফুটবলার দেবজিৎ ঘোষ প্রমুখ।

বঞ্চনার জবাব লোকসভা ভোটেই পাবে কেন্দ্রের সরকার : সায়ন্তিকা

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : ''কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার মানুষের প্রতি যেভাবে বঞ্চনা করছে, বাংলার মানুষ প্রতিহিংসার শিকার হচ্ছে। আগামী লোকসভা ভোটে তার যোগ্য জবাব দেবে সাধারণ মানুষ। কেন্দ্রের বঞ্চনার বিরুদ্ধেই আমাদের এই সভা।'' ঝাড়গ্রামের শিলদাতে তৃণমূলের সভায় বললেন তারকা নেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল মুখপাত্র দেবাংশু ভট্টাচার্য জোরের সঙ্গে বললেন, লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস অধিকাংশ আসনেই জিতবে। গত লোকসভায় আমাদের কিছু আসন হাতছাড়া হয়েছিল, এবারে আমাদের আশা, সবক'টি আসনেই আমরা জিতব। বুধবার ঝাড়গ্রামের বিনপুর বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের বাংলার প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যায়, অত্যাচার, বঞ্চনা ও ১০০ দিনের কাজের প্রাপ্য প্রায় বকেয়া টাকা আটকে রাখা দাবিতে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সায়ন্তিকা, দেবাংশু ছাড়াও ছিলেন গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বিধায়ক ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ মাহাতো, বীরবাহা হাঁসদা প্রমুখ। কেন্দ্রীয় সরকারের পশ্চিমবঙ্গের প্রতি বঞ্চনাকে হাতিয়ার করে লোকসভার আগে পথে নেমেছে তৃণমূল। মঞ্চ থেকে সায়ন্তিকা বিজেপিকে সরাসরি কটাক্ষ করে বলেন, বাংলার মা-বোনেদের কীভাবে কেন্দ্রীয় সরকার বঞ্চনা করছে, সেটা আমরা দেখছি। বাংলার সাধারণ মানুষের জন্য আমার লড়াই করছি, আগামী দিনেও করব। দেবাংশু বলেন, আজকের এই সভা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। বিপুল মানুষের যোগদানই তার প্রমাণ।

মঞ্চে উপস্থিত সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবাংশু ভট্টাচার্য, বীরবাহা হাঁসদা প্রমুখ।

একনিষ্ঠ তৃণমূলকর্মীর মৃত্যুতে শোক জ্ঞাপন

প্রয়াত কর্মী ওহিদুল্লা শেখের (ইনসেটে) পরিবারের পাশে তৃণমূল নেতৃত্ব।

সংবাদদাতা, নলহাটি : নলহাটি দুই ব্লকের ভদ্রপুর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের মোস্তফা ডাঙাপাড়া গ্রামের ওহিদুল্লা শেখ ওরফে সিটু নামে এক তৃণমূলকর্মীর মৃত্যুতে, তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানাতে এদিন উপস্থিত হন তৃণমূল নেতৃত্ব, বুধবার, বেলা সাড়ে এগারোটায়। মঙ্গলবার বিকেলে বহরমপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। পুষ্পস্তবক ও দলীয় পতাকা দিয়ে তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানান তৃণমূল নেতৃত্ব। জানা গিয়েছে, তৃণমূলকর্মী ভদ্রপুর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী। শেষশ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত হন হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ডাক্তার অশোক চট্টোপাধ্যায়, বীরভূম জেলা ইনটাকের সভাপতি ত্রিদিব ভট্টাচার্য, তৃণমূল ব্লক সভাপতি রেজাউল হক, সাধারণ সম্পাদক আবু জাহের রানা-সহ ব্লকের অন্যান্য নেতৃত্ব ও কর্মীরা। এছাড়াও ভিড় জমান এলাকাবাসী ও আত্মীয় পরিজনরা। পরিবারের পাশাপাশি এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। দুপুর দেড়টা নাগাদ তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

মেয়েকে মেরে আত্মঘাতী মা

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : নিজের ছয় বছরের শিশুকন্যাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে আত্মঘাতী হলেন মা নিজেও। ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার জেলার ভাটিবাড়ি এলাকায়। দীর্ঘদিন স্বামী পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে বাড়ি থেকে বহু দূরে থাকেন। এদিকে সংসারে আর্থিক অনটন। দুয়ে মিলে মানসিক অবসাদে এই পদক্ষেপ বলে মনে করছেন পরিচিতরা। যদিও সুইসাইড নোটে তেমন কিছুর উল্লেখ নেই বলেই জানা গিয়েছে। এমনকী মৃত্যুর জন্য কাউকে দায়ীও করেননি ওই গৃহবধূ সীমা সাহা (২৮)। আলিপুরদুয়ার ২ ব্লকের ভাটিবাড়ি এলাকার বাসিন্দা দীপঙ্কর সাহার সঙ্গে কোচবিহার জেলার ফলিমারি এলাকার সীমা সাহার প্রণয়সূত্রে প্রায় ১২ বছর আগে বিবাহ হয়। এরপর থেকেই দীপঙ্কর ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতেন। স্বামী ভিনরাজ্যে থাকায় ভাটিবাড়িতে একটি ভাড়াবাড়িতে শাশুড়ি এবং ছয় বছরের মেয়ে মৌপ্রিয়াকে নিয়ে থাকতেন ওই গৃহবধূ। কিছুদিন আগে একটি জমি কিনেছিলেন দীপঙ্কর। ধীরে ধীরে ওই জমিতে একটি বাড়িও করেন। একমাত্র মেয়ে একটি বেসরকারি স্কুলে পড়াশুনা করছিল। মঙ্গলবার রাতে শাশুড়ি ও মেয়েকে নিয়ে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়ার পর আলাদা ঘরে ঘুমোতে যান সীমা ও তাঁর মেয়ে। বুধবার সকালে শাশুড়ি রেবা সাহা ঘুম থেকে উঠে বারবার ডাকাডাকি করলেও সাড়া না পেয়ে ঘরে ঢুকে দেখেন বউমা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে, বিছানায় মৃত অবস্থায় রয়েছে নাতনি। উদ্ধার হয় একটি সুইসাইড নোট।

শিক্ষকের বদলি চাইছেন না, বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

সংবাদদাতা, কাঁকসা : তিনি শুধু শিক্ষক ছিলেন না, ছিলেন তার চেয়েও অনেক বেশি। তাই তাঁর বদলি মেনে নিতে পারেননি ত্রিলোকচন্দ্রপুর গ্রামপঞ্চায়েতের মানুষজন। প্রয়াগপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজেশ অধিকারীর বদলি হওয়ার খবর চাউর হতেই বিদ্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন অভিভাবক থেকে এলাকার বাসিন্দারা। বুধবার এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয় বিদ্যালয়ের চত্বরে। অভিভাবকদের দাবি, বিদ্যালয়ের টিচার ইনচার্জ রাজেশকুমার অধিকারী দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ে ছাত্রদের পড়ান। তিনি শুধু লেখাপড়া করানোই নয়, বিদ্যালয়ে কোনও ছাত্র ক্লাসে না এলে পরের দিন তার বাড়ি গিয়ে ওই ছাত্রের অনুপস্থিতির খোঁজখবর নেন। তাই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের কাছে তিনি একজন অভিভাবক। পাশাপাশি এলাকার কোনও মানুষের কিছু সমস্যা হলেও ছুটে যান ওই শিক্ষকের কাছে, পরামর্শের জন্য। বুধবার এলাকার মানুষ খবর পান যে তাঁদের প্রিয় শিক্ষককে বদলি করে দেওয়া হয়েছে। তিনি অন্যত্র চলে যাবেন শুনেই গোটা গ্রাম ভেঙে পড়ে। তাঁরা বিদ্যালয়ে এসে বদলি রদের দাবি তুলতে থাকেন। রাজেশ জানিয়েছেন, এলাকার মানুষের সঙ্গে ও পড়ুয়াদের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় ওঁদের মধ্যে একটা আবেগ তৈরি হয়েছে। তা থেকেই এই আচরণ। তিনি বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন। গ্রামপঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রসেনজিৎ ঘোষ জানিয়েছেন, ওই শিক্ষকের প্রমোশন হয়েছে তাই তাঁকে অন্যত্র পাঠানো হচ্ছে। উনি এলাকায় শিক্ষার মান উন্নত করেছেন। তাঁর সময়ে ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে, অনুপস্থিতির হারও কমেছে। তাই এলাকার মানুষ তাঁকে ছাড়তে চান না। তিনি এই বিষয়ে স্কুলপরিদর্শকের সঙ্গে কথা বলবেন।

যেতে নাহি দিব। শিক্ষকের বদলি রদ চেয়ে স্কুলে ছাত্র ও গ্রামবাসীদের বিক্ষোভ।

আমার বাংলা
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
25 January, 2024 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

উৎসবের আবহে প্রকল্প পরিষেবা

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : প্রত্যন্ত এলাকার আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষকে প্রকল্পের সুবিধা দিতে রাজ্য সরকারের অভিনব ভাবনা। রীতিমতো উৎসবের আবহে হল প্রকল্পের পরিষেবা প্রদান। ধামসা, মাদল, নাচ এবং নানা রকম খেলার মধ্যে দিয়ে বোঝানো হল সরকারি প্রকল্পের সুবিধাগুলি। দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান শুরু হল ভারত ভুটান সীমান্তের কুমারগ্রাম ব্লকের নিউল্যান্ডস চা-বাগানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে। বুধবার সূচনা করলেন মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক। ছিলেন সাংসদ প্রকাশচিক বরাইক, জেলাশাসক, পুলিশ সুপার-সহ আমন্ত্রিত অতিথিরা। মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদিবাসীদের উন্নয়ন করেছেন। তাঁদের কথা একমাত্র তিনিই ভেবেছেন। তিনি চান চা-বলয় থেকে শুরু করে অন্যান্য জায়গার প্রত্যেক আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাক। তাঁদের প্রকল্পের বিষয়ে ভাল করে বোঝানোরও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। তাঁর নির্দেশ মেনেই এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। উৎসবের মঞ্চ থেকেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে দেওয়া হচ্ছে শংসাপত্র। প্রকল্পের আবেদনও পূরণ করে দেওয়া হচ্ছে।

উৎসব প্রাঙ্গণে সরকারি বিভিন্ন দফতর আদিবাসী মানুষদের পরিষেবা দিতে বেশ কিছু স্টল খোলে। এদিন উৎসব মঞ্চ থেকে বেশ কিছু উপভোক্তাকে পরিষেবা তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও উৎসব প্রাঙ্গণে মহিলা ও শিশুদের জন্য নানা রকম খেলার মাধ্যমে সরকারি প্রকল্পের বিস্তারিত তথ্য তুলে দেবার কাজও হয়।

উৎসবের উদ্বোধনে মন্ত্রী বুলুচিক বরাইক, সাংসদ প্রকাশচিক বরাইক প্রমুখ।

চিতা বাঘ তুলে নিয়ে গেল বৃদ্ধাকে, মৃত্যু

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : রাতের অন্ধকারে চিতাবাঘ তুলে নিয়ে গেল বৃদ্ধাকে। খুবলে খেল শরীর। বুধবার রাতে বীরপাড়ার ঘটনা। মৃতার নাম রাইলো মিঞ্জ (৬৩)। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে চিতার শিকার হন তিনি। চা-বাগানের দিকে টেনে নিয়ে যায় তাঁকে। চিৎকারে ছুটে আসেন স্থানীয়রা।

তৎক্ষণাৎ তাঁরা ধাওয়া করে চিতা বাঘটিকে। গুরুতর অবস্থায় স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে এবং সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার পর থেকে এলাকাবাসী বিক্ষোভ দেখায় এবং ফালাকাটা বীরপাড়া জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। এদিকে, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে জটেশ্বর ফাঁড়ির পুলিশ বীরপাড়া থানার পুলিশ-সহ ফালাকাটা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পৌঁছে যায়। মাদারিহাট রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এলাকায় বসানো হয় পাহারা।

দুঃস্থদের পাশে পুলিশ

■ পুলিশের মানবিক উদ্যোগ। প্রবল শীতে দুঃস্থদের হাতে তুলে দেওয়া হল শীতবস্ত্র। বুধবার রায়গঞ্জের থানা প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে প্রায় ৪০০ জনকে কম্বল দেওয়া হয়। শীতবস্ত্র পেয়ে খুশি সকলে। আইসি সৌরভ সেন-সহ অন্য আধিকারিকেরা কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

পরিদর্শনে প্রতিনিধি দল

■ বুধবার রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন কেন্দ্রের দুই সদস্যের এক প্রতিনিধি দল। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন প্রকল্পের 'কোয়ালিটি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম'-এর বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন তারা। এমএসভিপি প্রিয়ঙ্কর রায় বলেন, কেন্দ্রীয় দলটি হাসপাতাল ঘুরে দেখেন। সমস্ত পরিষেবার খোঁজ নেন। তাঁরা যথেষ্ট খুশি বলেই মনে হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ বিকাশ

■ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণিসম্পদ বিকাশ বিভাগের উদ্যোগে কালিয়াগঞ্জ ব্লকের অনন্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হল প্রাণিসম্পদ বিকাশ সপ্তাহ। বুধবার ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরন্ময় সরকার, প্রাণিসম্পদ আধিকারিক ড. মানিক লাল সাহা, সহকারী সভাপতি বুলি রায় বর্মণ, পঞ্চায়েত প্রধান ববিতা সরকার প্রমুখ। এদিন বেশ কিছু গবাদি পশুকে বিনামূল্যে টিকাকরণ করা হয়।

সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে

■ সাধারণতন্ত্র দিবসকে নজরে রেখে শিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে বিশেষ নজরদারি জিআরপির। বছরভর বিকল মেটাল ডিটেক্টর ডোর। বন্ধ ব্যাগার স্ক্যানারও। আচমকা ২৬ জানুয়ারির আগে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন চত্বর ও যাত্রী নিরাপত্তায় ডগ স্কোয়াড নিয়ে নজরদারি চলে। ট্রেনের কামরাগুলিতেও চালানো হয় অভিযান। জিআরপি তরফে জানানো হয়েছে, যাত্রী নিরাপত্তায় কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন চত্বর এলাকায়।

বিজেপির দুষ্কৃতীদের হাতে খুন তৃণমূল কর্মী

জগদীশ বসুনিয়ার নেতৃত্বে চলছে প্রতিবাদ সভা।

সংবাদদাতা, কোচবিহার : পায়ের তলার মাটি হারিয়ে রাজ্য জুড়ে হিংসা চালাচ্ছে। আর সেই হিংসার বলি হচ্ছেন একের পর এক তৃণমূলকর্মী। ফের বিজেপির দুষ্কৃতী হামলায় মৃত্যু হল কোচবিহারের তৃণমূলের বুথ কমিটির সদস্যের। মৃত তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর নাম বাবলু বৈশ্য (৩৪)। মঙ্গলবার রাতে দিনহাটার গোসানিমারিতে বিজেপির দুষ্কৃতীরা তাঁকে কুপিয়ে খুন করে। এর প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকেরা। বুধবার নিহত তৃণমূল কর্মীর পরিজনদের সঙ্গে দেখা করেন জগদীশ বসুনিয়া। বিজেপির দুষ্কৃতীদের হাত থেকে বাংলাকে মুক্ত করার স্লোগান তুলে গোসানিমারি বাজারে বিধায়কের নেতৃত্বে অবস্থান করেন তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকেরা। পুলিশ তদন্তে নেমে জানায় স্থানীয় মনোজ দে সরকারের বাড়িতে বাবলুর উপরে হামলা হয়। সেই বাড়ির মেঝেতে বিছানায় চাপ চাপ রক্তের দাগও পড়ে ছিল। বাবলুর কপালে পিঠে ছিল ধারালো অস্ত্রের কোপানোর দাগ। মাছ ব্যবসার পাশাপাশি রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন এই তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। এলাকায় মিটিং-মিছিল হলে প্রথম সারিতে থেকে দলকে নেতৃত্ব দিতেন। সেকারণেই বিজেপির হিংসার রাজনীতির শিকার হতে হল তাঁকে।

তিন কোটি ব্যয়ে রাস্তা ও কালভার্ট

সংবাদদাতা, মালদহ : ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে রাস্তা ও কালভার্ট। মালদহের কালিয়াচক ১নং ও কালিয়াচক ২নং ব্লকের অন্তর্গত আলিনগর এবং হামিদপুর এলাকায় রাস্তা ও কালভার্ট নির্মাণের জন্য মোট ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এদিন রাস্তা ও কালভার্টের শিলান্যাস করেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে এই প্রকল্প শুরু হল। এই প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকারকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মন্ত্রী বলেন, সাধারণ মানুষের পরিষেবার কথা চিন্তা করে রাজ্য সরকার। রাস্তা ও কালভার্টটি স্থানীয় মানুষের প্রয়োজন ছিল। তাই এই কাজের সূচনা হল। শীঘ্রই শেষ হবে কাজ।

শিলান্যাসে সাবিনা ইয়াসমিন।

হাটের ছাউনির সূচনা

সূচনা করছেন উদয়ন গুহ।

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : হাট ব্যাবসায়ীদের দীর্ঘদিনের দাবিকে মান্যতা দিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের উদ্যোগে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে ২২টি নতুন হাটের ছাউনি নির্মাণের কাজের সূচনা হল বুধবার। আলিপুরদুয়ার দুই নম্বর ব্লকের শামুকতলা হাটে নতুন হাট শেডের নির্মাণ কাজের সূচনা করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। হাট শেডের পাশাপাশি, জল নিকাশি এবং দুটি শৌচালয়ও নির্মাণ করা হবে ওই জায়গায়। উদয়ন গুহ শামুকতলা হাটের পরিকাঠামো উন্নয়নে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। ওই কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে বুধবার কাজের সূচনা করেন মন্ত্রী। শামুকতলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মানিক দে জানান, বেহাল শামুকতলা হাটের পরিকাঠামোর উন্নয়ন প্রয়োজন ছিল। কাজের সূচনা হল।

জাল শংসাপত্র, ধৃত ৩

প্রতিবেদন : দুর্নীতি দেখলেই কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসনিক আধিকারিকদেরও কোনও বেনিয়ম দেখলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। কোনওভাবেই রেয়াত করা যাবে না। জাল প্রতিবন্ধী শংসাপত্রের চক্র ধরে ফেললেন হরিশ্চন্দ্রপুরের বিডিও। এক হোমগার্ড-সহ তিন প্রতারককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হল নুর আলম, তাঁর জামাইবাবু নাজিমুল হক এবং এক ছাপাখানা ব্যবসায়ী মামুন আলি। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সমস্যা সমাধানে জনসংযোগ কর্মসূচি

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্যা সমাধান জনসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল শিকারপুরে। সমস্যার সমাধান জনসংযোগ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার। এদিন তাঁরা এই অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। যাদের সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান করা হবে বলে জানান। রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শিকারপুর চা-বাগানের শ্রমিক ও এলাকার সাধারণ মানুষের নানা সমস্যা, সেই সমস্যা সমাধানের জন্য জনসংযোগ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে, সেই কর্মসূচিতে জেলাশাসক নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেন, এই বিষয়ে জলপাইগুড়ি জেলাশাসক শামা পারভিন জানায় রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জনসংযোগ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

সমাধান শিবিরে আধিকারিকেরা।

হাতির হানায় মৃত ১

প্রতিবেদন : হাতির হানায় মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃতার নাম সুমিত্রা মাহালী (৪৩)। বাড়ি মেটেলি ব্লকের বড়দিঘি চা-বাগানের মংলা লাইনে। বুধবার দুপুরে ওই মহিলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে লাটাগুড়ি রেঞ্জের বড়দিঘি বিটের জঙ্গলে জ্বালানির খড়ি সংগ্রহের জন্য গিয়েছিলেন। সেইসময় একটি হাতি মহিলাকে আক্রমণ করে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পেয়ে পৌঁছয় মেটেলি থানার পুলিশ, বনদফতরের কর্মীরা। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নেতাজি সুভাষচন্দ্র খেজুরিতে এসে সভা করেছিলেন। সেখানে তুলেছিলেন জাতীয় পতাকা। সেই পতাকা ও অন্য জিনিস নিয়ে গড়ে উঠেছিল সুভাষ শিক্ষালয়। পরিচর্যার অভাবে ধুঁকছে নেতাজির স্মৃতিধন্য সেই সুভাষ শিক্ষালয়

মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ লড়াই হারিয়ে দেবে বিজেপিকে

পুরুলিয়ার কাশীপুরে সঙ্ঘবদ্ধ শপথ কর্মসূচিতে চন্দ্রিমা

মঞ্চে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, স্মিতা বক্সি প্রমুখ। ডানদিকে সভাস্থলে বিপুল মানুষের জমায়েতে যেন জনসমুদ্র। বুধবার পুরুলিয়ার কাশীপুরে।

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : রামমন্দির আবেগ তুলে বিজেপির লাভ হবে না। আগামী লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের মহিলা ভোটারদের হাতেই পরাজিত হতে হবে তাদের। বুধবার পুরুলিয়ার কাশীপুরে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত 'সঙ্ঘবদ্ধ শপথ' কর্মসূচির জনসভায় একথা বললেন মন্ত্রী তথা রাজ্য মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সঙ্গে ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সহসভানেত্রী স্মিতা বক্সি। ভিড়ে ঠাসা এই সভায় চন্দ্রিমা জানান, ২২ ডিসেম্বর থেকে সঙ্ঘবদ্ধ শপথ কর্মসূচি শুরু করেছেন। কাশীপুরের সভাটি ৩৭তম সভা। এই কর্মসূচি চলবে টানা ৪৫ দিন। চন্দ্রিমা বলেন, রাজ্যে এখন পুরুষ ও মহিলা ভোটারদের অনুপাত প্রায় সমান। ফলে মহিলারা এবার শুধু পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছেন না, নেতৃত্বও দিচ্ছেন। বিজেপি ভেবেছে, এবার রাম-আবেগে ভোট হবে। রাম সকলের। তাঁকে রাজনীতিতে নিয়ে গেলে মানুষ তা ভালভাবে মেনে নেবেন না। সংহতি যাত্রার ভিড় মোদিকে ইতিমধ্যে নোটিশ দিয়ে দিয়েছে। মানুষ কেন তৃণমূলের সঙ্গে আছেন, মহিলারা কেন এগিয়ে আসছেন, তারও ব্যাখ্যা দেন নেত্রী। পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে যেভাবে মানুষ সহায়তা পাচ্ছেন, তার উল্লেখ করেন তিনি। সভায় ছিলেন জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী সুমিতা সিং মল্ল, জেলা সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া প্রমুখ। আবহাওয়া খারাপ ছিল। বৃষ্টিও হয়েছে। তা সত্ত্বেও সভায় মানুষের ভিড় ছিল দেখার মতো।

সমস্যা সমাধানে গ্রামে মানুষের দুয়ারে বিডিও

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : চলছে 'সমস্যা সমাধান-জনসংযোগ', প্রত্যন্ত গ্রামে মানুষের দুয়ারে বিডিও। রাজ্যের প্রান্তিক ও দরিদ্র মানুষের জন্য সকল প্রকার নাগরিক পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নবতম উদ্যোগ 'সমস্যা সমাধান-জনসংযোগ'। শনিবার, ২০ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে এই অভিনব পরিষেবা। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় এই সরকারি পরিষেবা মিলছে। এই কর্মসূচি চলবে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সরকার মানুষের পাড়ায় পাড়ায় পৌঁছে যাবে। পাশাপাশি দুয়ারে সরকার যেমন চলে, তেমনই চলবে। তার বাইরে মানুষের সুবিধায় এটা নবতম সংযোজন রাজ্য সরকারের। এদিন প্রত্যন্ত সুতি ১ ব্লকের সাদিকপুরে মানুষের দুয়ারে পৌঁছে মানুষের সুবিধা-অসুবিধার কথা শোনেন বিডিও অরূপকুমার সাহা ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা।

গ্রামবাসীদের কথা শুনছেন বিডিও অরূপকুমার সাহা।

মুর্শিদাবাদ জেলার সুতি ১ ব্লকের সাদিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোঠা, রমাকান্তপুর-সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে মানুষের মাঝে পৌঁছে তাঁদের কথা শুনলেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ৩৭টি প্রকল্পের কী কী সুবিধা পেয়েছেন মানুষ, এখনও কোনও অসুবিধা আছে কিনা তা জানান পাশাপাশি তাঁরা কোনও প্রকল্প থেকে বঞ্চিত হচ্ছে কিনা সেটাও লিপিবদ্ধ করেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। এদিন কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন। পাড়ায় পাড়ায় সমাধান প্রকল্পের কর্মসূচি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। প্রান্তিক গ্রামের মানুষকে সরকারি প্রকল্প পাইয়ে দিতে রাজ্য সরকারের কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। একটাই লক্ষ্য, সব সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে হবে মানুষের কাছে।

প্রাণিসম্পদ বিকাশ সপ্তাহ

মঞ্চে স্বপন দেবনাথ, শুভাশিস বটব্যাল, সুজাতা মণ্ডল প্রমুখ।

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় প্রাণিসম্পদ বিকাশ সপ্তাহ উদযাপন চলছে। ১৮ জানুয়ারি শুরু হয়েছে। চলবে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। পশুপালনের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা গড়ে তুলতে বাঁকুড়া জেলাস্তরের মূল অনুষ্ঠানটি ঘোষের গ্রাম আঞ্চলিক বিদ্যাপীঠ দুমদামি ছাতনায় হল। রাজ্য প্রাণিসম্পদ বিকাশ বিভাগ রাজ্য জুড়ে এই অনুষ্ঠানটি পালন করছে। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করলেন প্রাণিসম্পদ বিকাশ মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। ছিলেন রাজ্য সহসভাপতি শুভাশিস বটব্যাল, প্রাণিসম্পদ বিকাশ ও পরিষদ আধিকারিক ডক্টর অভিজিৎ দুয়ারি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সুজাতা মণ্ডল প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন বঙ্কিম মিশ্র সভাপতি ছাতনা পঞ্চায়েত সমিতি। এ ছাড়াও ছিলেন সহ-সভাপতি পরিতোষ কিস্কু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এই অনুষ্ঠান ঘিরে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়।

পলাশমণি-র ভোটপ্রচারের জেরে পুরস্কৃত পুরুলিয়া

জেলা প্রশাসনের অভিনব ভাবনা

প্রতিবেদন : ছৌয়ের মুখোশ পরে, গায়ে শাড়ি জড়িয়ে, গলায়, মাথায় পলাশ ফুলের সাজে পুরুলিয়া জেলার হুড়া, বাঘমুণ্ডি, সাঁতুড়ি ইত্যাদি জেলার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে 'পলাশমণি'। এই পলাশমণি আসলে লোকসভা ভোটে পুরুলিয়া জেলা প্রশাসনের প্রচার-প্রতীক। রয়েছে বাঁ হাতের তর্জনীতে ভোটের কালির দাগ। ভোটদান-সংক্রান্ত নানা বিষয়ে এমন উদ্ভাবনমূলক প্রচারের জেরে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পুরস্কার জিততে চলেছে পুরুলিয়া জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার, ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবসে কলকাতার আলিপুরে জাতীয় গ্রন্থাগারে পুরুলিয়ার জেলাশাসক রজত নন্দা জেলার হয়ে পুরস্কার গ্রহণ করবেন।

জেলাশাসক জানান, ভোট প্রক্রিয়ায় যোগদান ও অবাধে ভোটদান সম্পর্কে একেবারে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে বিভিন্নভাবে প্রচার চালানো হচ্ছে। স্কুল-কলেজে 'ইলেক্টোরাল লিটারেসি ক্লাব' গড়ে তোলা হচ্ছে। ট্যাবলোর মাধ্যমে ইভিএমে কীভাবে ভোট দিতে হবে, মানুষকে দেখানো হচ্ছে। তাঁদের কোনও প্রশ্ন থাকলে তার উত্তরও দেওয়া হচ্ছে। জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী জানালেন, পলাশমণি এবারের ভোটে পুরুলিয়া জেলা প্রশাসনের ম্যাসকট। লৌকিক দেবী টুসুকে ঘিরে জমে ওঠে মকর সংক্রান্তি পরব। টুসুকে আদর করে মানভূম 'টুসুমণি' বলে। তারই অনুকরণে পলাশ আর মণি জুড়ে করা হয়েছে 'পলাশমণি'।

সচেতনতা প্রচারের অন্যতম পরিকল্পক জেলা প্রশাসন আধিকারিক পূর্বিতা চট্টোপাধ্যায় জানান, লুপ্তপ্রায় বীরহোড় সম্প্রদায়ের সকলের নাম ভোটার-তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা, ভোট কীভাবে দিতে হবে তা নিয়ে শবর টোলাগুলিতে গিয়ে সচেতন করা, স্কুল-কলেজে ইলেক্টোরাল লিটারেসি ক্লাব গড়ে তোলা ইত্যাদি নিয়ে এই প্রচার একেবারে নিচুতলা পর্যন্ত চলছে। লোকগান, পথনাটিকা বা সমাজমাধ্যমকেও ব্যবহার করা হচ্ছে।

নিশানায় সিবিআই

প্রতিবেদন : তৃণমূলের আইনজীবী-সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিশানায় ফের সিবিআই। এসএসসি-র নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলায় এবার সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে তথ্য গোপন করার অভিযোগ আনলেন কল্যাণ। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিশেষ বেঞ্চে নিয়োগ সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে তিনি বলেন, সিবিআই আদালতে সব তথ্য দিচ্ছে না। এবার আমরা সেই সব তথ্য পেশ করব। এর পাশাপাশি তিনি নাম না করে হাইকোর্টের দুই বিচারপতিকে কটাক্ষ করে বলেন, তাঁরা শুধু একজনের কথা শুনেই রায় দিয়েছেন।

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

25 January, 2024 • Thursday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

এসডিও-বিডিওর চাটাই বৈঠক

সংবাদদাতা, ঘাটাল : সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান ও জনসংযোগ রক্ষায় প্রত্যন্ত গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় পৌঁছে যাচ্ছেন মহকুমা শাসক থেকে ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকরা। কোথাও ত্রিপল বা চাটাই পেতেই শুনছেন সমস্যার কথা। দ্রুত সমাধানেরও চেষ্টা করছেন প্রশাসনের আধিকারিকরা। এই ছবি দেখা গেল পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটালে। দাসপুর ২ ব্লকের কামালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জোত কানুরামগড় গ্রামের দোলুইপাড়ায়। ২০ জানুয়ারি শুরু হয়েছে পাড়ায় সমস্যা সমাধান কর্মসূচি। চলবে ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। মহকুমা প্রশাসন সূত্রে খবর দুয়ারে সরকার প্রকল্প চালু হলেও প্রত্যন্ত গ্রামের অনেক মানুষ এখনও সরকারি সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত যোগাযোগের অভাবে। তাঁদের সরকারি সুযোগসুবিধে পাইয়ে দেওয়ার লক্ষ্যেই চলছে এই কর্মসূচি। ঘাটাল মহকুমার বিভিন্ন প্রত্যন্ত গ্রামে ছুটে যাচ্ছেন ঘাটালের মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস। ব্লকের বিডিওদের নিয়ে তিনি পৌঁছে যাচ্ছেন প্রতিটি পাড়ায়। এলাকার সমস্ত মানুষের কাছ থেকে শুনছেন তাঁদের সুবিধা-অসুবিধের কথা। বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের ক্যাম্পে মহকুমা শাসককে কাছে পেয়ে খুশি এলাকার মানুষজন।

নবদ্বীপে মহোৎসব

প্রতিবেদন : নবদ্বীপের মহাপ্রভু পাড়ায় গৌরগোবিন্দ মন্দিরে মঙ্গলবার শুরু হয়েছে ২৯তম বর্ষের গুরুপুজো মহোৎসব। উৎসবে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ভক্তরা জমায়েত হয়েছেন। ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত এই উপলক্ষে চলবে নানা অনুষ্ঠান। চৌষট্টি মহন্তের ভোগ আরাধনা, কীর্তন ইত্যাদি চলবে। রবিবার শেষ হবে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে।

আজ সাজা ঘোষণা

প্রতিবেদন : রাণাঘাটের মিশন রোডে এক সোনার দোকানে ডাকাতির অভিযোগে পাঁচজনকে দোষী সাব্যস্ত করল আদালত। আজ বৃহস্পতিবার তাঁদের সাজা ঘোষণা। এদের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। ধৃতেরা সবাই বিহারের বাসিন্দা। গত বছরের আগস্ট মাসে এই ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ঘটনার ৭২ দিনের মাথায় ৩৫০ পাতার চার্জশিট জমা দেন তদন্তকারীরা।

মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা পেয়ে মুর্শিদাবাদে দেওয়াল লিখন শুরু করল তৃণমূল

সংবাদদাতা, জঙ্গিপুর : বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই। বুধবার বর্ধমানে প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়ার আগে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ কথা জানিয়ে দেওয়ার পরই জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় তৃণমূলের হয়ে দেওয়াল লেখার কাজে জোরকদমে নেমে পড়েন দলের কর্মী-সমর্থকেরা।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক নেই। রাজ্যে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা আসছে, অথচ কংগ্রেসের তরফ থেকে তাঁকে এ বিষয়ে কিছুই জানানো হয়নি। বুধবার তাঁর এই বার্তা পাওয়ার পরই লোকসভা ভোট নিয়ে দলীয় প্রচারে নেমে পড়েন নেতা-কর্মীরা। প্রসঙ্গত, শুক্রবার কালীঘাটের বাড়িতে মুর্শিদাবাদ জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকের সময়ও মুখ্যমন্ত্রী জেলার নেতাদের মুর্শিদাবাদের তিনটি লোকসভা আসনে দলকে লড়ার প্রস্তুতি নেওয়ার

বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই

নির্দেশ দেন। জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সহ-সভাপতি সুভাষ লালা বলেন, দলনেত্রীর নির্দেশের পর ইতিমধ্যে জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল পুরোদমে নির্বাচনী প্রচার ও প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ৮৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটির বুথ ধরে দেওয়াল লেখার কাজ শুরু করে দিয়েছেন দলের কর্মীরা। বুধবার লোকসভা এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে দেওয়াল লেখা চলছে। ইতিমধ্যেই জঙ্গিপুর এবং সুতি বিধানসভা কেন্দ্রে দেওয়াল লেখার কাজ বেশ কিছুটা এগিয়েছে। পাশাপাশি লালগোলা এবং খড়গ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে দলের কর্মীদের নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির আসনভিত্তিক কনভেনশন করা হচ্ছে। নবগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে বুথকর্মী সম্মেলনের পর অঞ্চলকর্মী সম্মেলনের কাজ চলছে।

লোকসভা নির্বাচনের ভোটপ্রস্তুতি খতিয়ে দেখার জন্য ২৮ জানুয়ারি জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান সাংগঠনিক জেলার সব বিধায়ক এবং ব্লক সভাপতিদের নিয়ে দলীয় কার্যালয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বসছেন বলে জানা গিয়েছে।

নেতাজিজয়ন্তীতে মিছিল, দৌড় স্বাস্থ্য-রক্তদান শিবির তৃণমূলের

বিষ্ণুপুর

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : নেতাজি সুভাষচন্দ্রর জন্মদিনে বিষ্ণুপুর শহরে বিধায়ক তন্ময় ঘোষের নেতৃত্বে বিশাল মশাল মিছিল করল তৃণমূল। দলীয় কার্যালয় থেকে শুরু করে রবীন্দ্রমূর্তি ও চকবাজার হয়ে শিবমেলা প্রাঙ্গণে নেতাজিমূর্তিতে মালা দিয়ে মিছিল ও কর্মসূচি শেষ হয়। মিছিলে ছিলেন বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিক্রমজিৎ চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুরের পুরপ্রধান গৌতম গোস্বামী, উপ পুরপ্রধান মহাবীর আগরওয়াল, ব্লক সভাপতি মহাদেব মাল-সহ ব্লক ও পুরসভার সব কাউন্সিলররা। কয়েক হাজার মহিলা তৃণমূল কর্মী ও জাতিধর্ম দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এই সঙ্গে পুরুষদের ১২ কিলোমিটার ও মহিলাদের ৫ কিলোমিটার দৌড় প্রতিযোগিতা হয়। বিষ্ণুপুর পুরসভায় হয় রক্তদান ও স্বাস্থ্যশিবির। নেতাজি স্মরণে মঙ্গলবার বিষ্ণুপুর শহর জুড়ে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এভাবেই শ্রদ্ধায় কাটল গোটা দিন।

মশাল মিছিলের নেতৃত্বে বিধায়ক তন্ময় ঘোষ।

■ বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার বড়জোড়া ব্লকের অন্তর্গত চাঁদাই বারোহাজারি হাই মাদ্রাসা স্কুলে নবি দিবসের শুভেচ্ছা বিনিময়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত এলাকার বিধায়ক অলোক মুখোপাধ্যায়, জেলা পরিষদ সদস্য টিংকু মণ্ডল-সহ অন্যরা।

কচিকাঁচাদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সংবাদদাতা, রামপুরহাট : কচিকাঁচাদের উৎসাহ দিতে মহকুমা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল রামপুরহাট হাইস্কুল মাঠে। মহকুমা স্তরের প্রাথমিক নিম্নবুনিয়াদি, মাদ্রাসা ও শিশুশিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ২০২৪-এর সূচনা করলেন বীরভূম জেলা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড. প্রলয় নায়েক। এবার এই ক্রীড়া পরিচালনার দায়িত্ব পেয়েছে রামপুরহাট পশ্চিম চক্র। পরিচালন কমিটির সম্পাদক প্রসেনজিৎ মণ্ডলের সুদক্ষ পরিচালনায় জমে ওঠে আসর। উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়। ৮৭৯ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪০৮ প্রতিযোগী ৩৪টি বিভাগে অংশ নেয়।

কেন্দ্র বিএডিপির টাকা না দেওয়ায় থমকে সীমান্ত এলাকার উন্নয়ন

মৌসুমী দাস পাত্র ● কৃষ্ণগঞ্জ

নদিয়া

কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীন বর্ডার এরিয়া ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামে (বিএডিপি) টানা ৩ বছর উন্নয়ন প্রকল্পের (বিএডিপি) টাকা না আসায় থমকে রয়েছে নদিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকার উন্নয়নের কাজ। রাজ্যের সীমান্তবর্তী পঞ্চায়েত সমিতিগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিএডিপির টাকার গুরুত্ব অসীম। এই প্রকল্পে জেলার চাপড়া, তেহট্ট ১, করিমপুর ১ ও ২, হাঁসখালি, রানাঘাট ২ ও কৃষ্ণগঞ্জ এই ৭ পঞ্চায়েত সমিতির এই টাকা পাওয়ার কথা। এই টাকা বরাদ্দ হয় এলাকার রাস্তা, আইসিডিএস কেন্দ্র, স্কুলভবন, বাতিস্তম্ভ-সহ একাধিক কাজের ক্ষেত্রে। কিন্তু দীর্ঘদিন টাকা না মেলায় এই সব কাজের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হচ্ছে। বিএডিপি প্রকল্পে শেষবার ২০২০-২১ আর্থিকবর্ষে ৭ ব্লকের জন্য ৬ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা আসে ২০২২-এর অগাস্টে। সীমান্তে যোগাযোগের সুবিধার্থে ৫টি পিচের রাস্তা-সহ একাধিক কাজ হয়। এরপর ২০২১-২২, ২০২২-২৩ ও চলতি ২০২৩-২৪ আর্থিকবর্ষে টাকা আসেনি। এ বিষয়ে কৃষ্ণগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কাকলি দাস বলেন, 'বিএডিপির টাকা না আসায় সীমান্ত-লাগোয়া স্কুলগুলির বিল্ডিং, চিলড্রেন পার্ক, কালভার্ট, রাস্তার কাজ করা যাচ্ছে না।' চাপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৌসুমী হালদার বলেন, 'গত তিন বছর ধরে টাকা আসা বন্ধ আছে। কেন্দ্রের

নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ সীমান্তের বেহাল রাস্তা।

বিজেপি সরকার বিএডিপির টাকা বন্ধ রাখায় রাস্তা, পানীয় জল-সহ একাধিক সীমান্তের পরিকাঠামোগত উন্নয়নকাজ ব্যাহত হচ্ছে।' এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস বলেন, 'সীমান্তে রাস্তা না হলে শুধু সাধারণ মানুষ নন, নিরাপত্তারক্ষী বিএসএফের কাজের ক্ষেত্রেও অসুবিধা হয়। তাই কেন্দ্র সরকার শুধু সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করছে তা নয়, দেশকেও বঞ্চিত করছে। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর যাতায়াতের পথ ও রাস্তা ভাল না হলে দেশের নিরাপত্তার কাজও বিঘ্নিত হবে। বিএডিপির টাকা না এলে সীমান্তের উন্নয়ন ব্যাহত হবে।'

এ বিষয়ে কৃষ্ণনগর উত্তর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান ও চাপড়ার বিধায়ক রুকবানুর রহমান বলেন, 'এলাকায় যেটুকু উন্নয়ন হচ্ছে সবটাই রাজ্যের টাকায়। বিএডিপি প্রকল্পের টাকা না আসায় সীমান্তে উন্নয়নের কাজ থমকে আছে।'

জোট : তৃণমূলনেত্রীর বক্তব্যই সমর্থন আপের

বাংলায় কংগ্রেসের ভূমিকা সঠিক নয়, মত কেজরির দলের

প্রতিবেদন : জোট ইস্যুতে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যই সমর্থন করল আম আদমি পার্টি। নির্বাচনী জোট হওয়ার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্মান ও আসন সংক্রান্ত দাবির যৌক্তিকতা থাকা উচিত বলে মনে করে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল। বাংলায় কংগ্রেসের সঙ্গে জোট ইস্যুতে আপের বক্তব্য: এ-রাজ্যে বিজেপি বিরোধী প্রধান দল তৃণমূল কংগ্রেস। স্বাভাবিকভাবেই তাদের বক্তব্যই গুরুত্বপূর্ণ। এ-রাজ্যে তৃণমূলের শর্তে মান্যতা দেওয়া উচিত কংগ্রেসের।

বাংলায় তৃণমূল একাই লড়বে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরেই ইন্ডিয়ার শরিক বাকি দলগুলির তরফে এই ইস্যুতে মন্তব্য করা হয়েছে। দিল্লি ও পাঞ্জাবের শাসকদল আপ এক্ষেত্রে সরাসরি সমর্থন করেছে তৃণমূলকে। রাজ্যে দুই দলের জোট হল না কেন তা নিয়ে বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে দাঁড়িয়ে আম আদমি পার্টি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন জানিয়ে এই সিদ্ধান্তের জন্য কংগ্রেসের ভূমিকাকেই দায়ী করেছে। দিল্লির মন্ত্রী তথা আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ বলেন, লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা যে কায়দায় ধারাবাহিকভাবে তৃণমূলকে নিশানা করে চলেছেন তাতে বাংলায় দু'দলের সমঝোতা হওয়া কঠিন। তৃণমূলের দাবি, বারবার সময়সীমা দেওয়ার পরেও আসনরফা নিশ্চিত করা হয়নি। সেই কারণেই ভেস্তে গিয়েছে কংগ্রেস এবং তৃণমূলের জোট। তৃণমূলের স্পষ্ট মত, অপেক্ষার একটা সময়সীমা থাকা দরকার। অযথা টালবাহানা করে সময় নষ্ট করছে কংগ্রেস।

গত জুন মাসে ইন্ডিয়া জোটের প্রথম বৈঠকেই আসন ভাগাভাগি নিশ্চিত করার দাবি তুলেছিল তৃণমূল। সেই অনুযায়ী জোটের একটি ফর্মুলাও দেওয়া হয়। তারপর সাতমাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি কংগ্রেস নেতৃত্ব। শেষ বৈঠকে তৃণমূলের তরফে আসন রফা নিশ্চিত করার জন্য ৩১ ডিসেম্বর সময়সীমা দেওয়া হয়। যদিও সেই সময়ের মধ্যেও কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি কংগ্রেস হাইকমান্ড। এদিকে দুই দলের মধ্যে যখন জোট জল্পনা দানা বাঁধছে, সেই সময়ে প্রায় দৈনিক নিয়ম করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। বিভিন্ন ইস্যুতে তৃণমূলকে আক্রমণ করে কার্যত বিজেপির সুরেই কথা বলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। কংগ্রেস হাইকমান্ডও তাঁর তৃণমূল বিরোধিতায় কোনও লাগাম টানেনি। ফলে জোটের পরিবেশ শুরু থেকেই বিঘ্নিত হয়েছে।

পাঞ্জাবে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট চান না মুখ্যমন্ত্রী মান

বুধবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য প্রসঙ্গে আপ নেতা এবং দিল্লির মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ বলেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল বড় দল। ধারাবাহিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে সবসময়েই লড়াই করেছে কংগ্রেস এবং বামেরা। ফলে তৃণমূলের সঙ্গে আসন সমঝোতার প্রক্রিয়া কিছুটা জটিল তো হবেই। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির তৃণমূল বিরোধিতা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, আমার মনে হয় তাঁর এধরনের মন্তব্য থেকে বিরত থাকা উচিত ছিল। যখন সমঝোতার আলোচনা ইতিবাচক দিকে এগোচ্ছে তখন প্রায়ই বাংলার কংগ্রেস সভাপতিকে উল্টো বক্তব্য রাখতে দেখেছি। তিনি ধারাবাহিকভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করে চলেছেন। এদিকে এ-প্রসঙ্গে এনসিপি নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের দিদি। আমরা তাঁকে ভালবাসি এবং সম্মান করি। ইন্ডিয়া জোট ঐক্যবদ্ধ রয়েছে এবং আমরা একসঙ্গে লড়াই করব। প্রতিটি রাজ্যের পরিস্থিতি আলাদা। শিবসেনা (ইউবিটি) সভাপতি উদ্ধব ঠাকরের পুত্র আদিত্যের মন্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলায় সিংহের মতো লড়াই করেছেন। তাঁর রাজ্যের জন্য এই লড়াই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদিকে বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্তের পরই পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানও তাঁর রাজ্যে লোকসভা ভোটে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতা নিয়ে অনীহা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, পাঞ্জাবে আপ একার শক্তিতে লড়ার এবং জেতার ক্ষমতা রাখে। খোদ মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য থেকে স্পষ্ট, পাঞ্জাবে আম আদমি পার্টি কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে অনিচ্ছুক।

সমীক্ষার রিপোর্ট পাবে হিন্দু ও মুসলিম দু'পক্ষই, বলল কোর্ট

প্রতিবেদন : জ্ঞানবাপী মসজিদ মামলার সমীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিল বারাণসী জেলা আদালত। গত বছরের ২১ জুলাই বারাণসী জেলা আদালতের বিচারক হিন্দুপক্ষের আবেদন মেনে জ্ঞানবাপী মসজিদের 'সিল' করা এলাকার বাইরে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের সমীক্ষার অনুমতি দেন। এরপর গত ডিসেম্বরে আদালতে মুখবন্ধ খামে বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদে সমীক্ষার রিপোর্ট পেশ করে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া। সেই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনার জন্য হিন্দুপক্ষের তরফে আবেদন করা হয়। সেই মামলার শুনানি পর্বের শেষে গত ৬ জানুয়ারি রায় ঘোষণা স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেছিলেন জেলা বিচারক অজয়কুমার বিশ্বেস। বুধবার রায় ঘোষণা করে বিচারক জানান, জ্ঞানবাপী মসজিদে যে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা করা হয়েছিল তার রিপোর্ট হিন্দু এবং মুসলিম উভয় পক্ষকেই দেওয়া হবে।

জ্ঞানবাপী

পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ রিপোর্ট পেশ করার পরই হিন্দুত্ববাদী পক্ষের তরফে সেই রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনার জন্য আদালতে আবেদন জানানো হয়েছিল। এর আগে এলাহাবাদ হাইকোর্ট যখন এএসআই-কে সমীক্ষার অনুমতি দেয় তখন তা চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল মসজিদ কমিটি। গত ২৪ জুলাই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ ৪৮ ঘণ্টার জন্য বারাণসী জেলা আদালতের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ দেন। ৪ অগাস্ট থেকে মসজিদ চত্বরের 'সিল' করা এলাকার বাইরে সমীক্ষার কাজ শুরু করে এএসআই-এর বিশেষজ্ঞ দল। আদালত ৫ অক্টোবরের মধ্যে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিলেও এর আগে দু'দফায় আবেদন জানিয়ে সমীক্ষার সময়সীমা বাড়িয়ে গত ১৮ ডিসেম্বর সম্পূর্ণ রিপোর্ট জমা দেয় ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ। বুধবার রায় ঘোষণায় দু'পক্ষকেই সমীক্ষার দেওয়ার কথা জানাল আদালত।

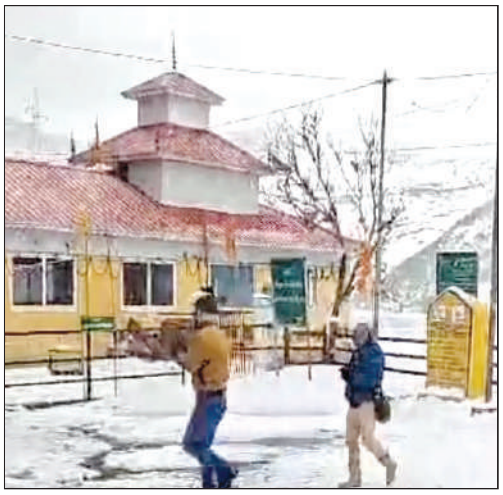

■ পূর্ব সিকিমের ছাঙ্গু, নাথু লা, বাবামন্দির এলাকায় প্রবল তুষারপাতে বন্ধ রাস্তা। সতর্কতা জারি করেছে স্থানীয় প্রশাসন।

মোদির সোলার প্যানেলের প্রতিশ্রুতি 'জুমলা', কটাক্ষ করলেন খাড়গে

প্রতিবেদন : লোকসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে ততই প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি ছোটাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রামমন্দির প্রতিষ্ঠায় পুরোহিতদের ব্যাকফুটে রেখে ধর্ম নিয়ে তাঁর রাজনীতি শেষ হতে না হতেই 'প্রধানমন্ত্রী সূর্যোদয় যোজনা'র ঘোষণা করলেন তিনি। এই নিয়ে ধেয়ে এসেছে বিরোধীদের কটাক্ষ। কেন্দ্রের তরফে প্রচার, এই প্রকল্পের অধীনে দেশের ১ কোটি বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল বসানো হবে। প্রধানমন্ত্রীর এই প্রতিশ্রুতিকে 'জুমলা' বলে কটাক্ষ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই মোদি একাধিক প্রতিশ্রুতির নামে মানুষকে ভাঁওতা দিচ্ছেন বলে অভিযোগ বিরোধীদের। এ-বিষয়ে কংগ্রেস সভাপতি বলেন, প্রধানমন্ত্রী ১ কোটি বাড়ির ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপনের নতুন লক্ষ্য ঘোষণা করেছেন। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা হল, গত ১০ বছরের বিজেপি শাসনে ১০ লক্ষ বাড়িতেও ছাদে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হয়নি। এর আগে মোদি সরকার ২০২২ সালের মধ্যে ৪০ গিগাওয়াট ছাদে সৌর প্যানেল স্থাপনের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। এবারও সেই একই স্ট্র্যাটেজি ধরে ভোট বৈতরণি পার করার আশা করছে বিজেপি। এটা 'জুমলা' ছাড়া কিছুই নয়।

আদালতকে বলব চাকরির বাধা দূর করে দিন

(প্রথম পাতার পর)

তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরেই রাজ্যে কর্মসংস্থানের উপর জোর দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ফের তিনি বলেন, রাজ্যে শিল্পায়ন হবে। লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান হবে। কিন্তু বিরোধীরা সেই কাজে বাধার সৃষ্টি করছে মামলার পর মামলা করে। ওরা চায় না বাংলার উন্নতি হোক। তাই মামলা করে সরকারের হাত বেঁধে দিচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, তিনি নিজেও একজন আইনজীবী। সেই কারণে আদালতের বিষয়টি তিনি ভালমতোই জানেন। তাঁর কথায়, আমি আদালতকে সম্মান করি। মাননীয় আদালতের কাছে আবেদন করব, নতুন ছেলেমেয়েরা যাতে চাকরির সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করুন। নতুন শূন্যস্থান পূরণ করার ব্যবস্থা করে দিন।

কনভয়ে গাড়ি, আচমকা ব্রেক, আঘাত মুখ্যমন্ত্রীর

(প্রথম পাতার পর)

ফুলে গিয়েছে, একটু রক্তও বেরিয়েছিল। এই অবস্থার মাঝেই কাজ করছি। মুখ্যমন্ত্রীর কপালের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ লাগানো ছিল। কোন গাড়ি কনভয়ে ঢুকেছিল? সে প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওটা পুলিশ দেখবে। তদন্ত হবে। রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক সেরে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সৌজন্যমূলক বৈঠক হয়েছে। ২৬ তারিখে আবার আসব।

দেশ বিদেশ
25 January, 2024 • Thursday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গাছেরা একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে পারে। এবার নয়া আবিষ্কার জাপানি বিজ্ঞানীদের। বিশেষ ধরনের যৌগ গাছেদের যোগাযোগের মাধ্যম বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। নয়া ভিডিও প্রকাশ করে জানিয়েছেন সাইতামা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী মাসাতসুগু টয়োটার নেতৃত্বাধীন গবেষকদল

৬৫ ইউক্রেনীয় যুদ্ধবন্দিকে নিয়ে ভেঙে পড়ল রুশ বিমান

প্রতিবেদন : ৬৫ জন ইউক্রেনীয় যুদ্ধবন্দিকে নিয়ে ভেঙে পড়ল রাশিয়ার বিমান। ইউক্রেনের সীমানা পেরোনোর আগেই দুর্ঘটনায় পড়ে বিমানটি। আশঙ্কা করা হচ্ছে বিমানে থাকা সব যাত্রীরই মৃত্যু হয়েছে। তবে কীভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে সেই বিষয়ে কোনও তথ্য মেলেনি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে রুশ প্রশাসন। ঘটনা নিয়ে মুখে কুলুপ ক্রেমলিনের।

জানা গিয়েছে, যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউক্রেনের একদল বন্দি সেনাকে নিয়ে যাচ্ছিল রুশ বিমানটি। চালক ছাড়া ওই রুশ বিমানে ছিলেন পাঁচ জন ক্রু সদস্য। রুশ সেনার তিন প্রতিনিধি এবং রাশিয়ার হাতে বন্দি ইউক্রেনের ৬৫ জন সেনাকর্মী ছিলেন বিমানে। ইউক্রেনের সঙ্গে বন্দি বিনিময়ের জন্য বুধবার তাঁদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। যাত্রাপথে রাশিয়ার ইলিউশিন ২-৭৬ নামের সেনা পরিবহণ বিমানটি ভেঙে পড়ে ইউক্রেন সীমান্তে। বিমান দুর্ঘটনার একটি ভিডিয়োও প্রকাশ্যে এসেছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, রাশিয়ার ওই সেনা পরিবহণ বিমানটি সজোরে ভেঙে পড়ছে মাটিতে। তার পরেই একটি বিস্ফোরণ। আকাশে উড়ছে আগুনের এক বিশাল গোলা।

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, কী কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তা এখনও স্পষ্ট নয়। গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে এনিয়ে এখনও পর্যন্ত ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং বিমানবাহিনী কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি। কিন্তু এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই কূটনৈতিক মহলে নানা গুঞ্জন শুরু হয়েছে। যেমন রাশিয়ার পার্লামেন্টের আইন প্রণেতা তথা অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল আন্দ্রেই কার্তাপোলভের দাবি, পার্লামেন্টের অধিবেশন চলাকালীন বিমানটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা হয়েছিল। যদিও কোন সূত্রে এই তথ্য পেয়েছেন তা জানাননি তিনি। এছাড়া গত কয়েক মাসে এই বেলগোরোড অঞ্চলে একাধিক হামলা চালিয়েছিল ইউক্রেন। ডিসেম্বর মাসেই ইউক্রেনীয় ফৌজের মিসাইল হানায় প্রাণ হারিয়েছিলেন ২৫ জন।

হৃত্বিক-দীপিকার 'ফাইটার' নিষিদ্ধ একাধিক দেশে

মুক্তির আগেই ধাক্কা!

প্রতিবেদন : পুলওয়ামার ঘটনা আর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্জিকাল স্ট্রাইকের উপর ভিত্তি করে তৈরি হৃত্বিক-দীপিকার 'ফাইটার' বৃহস্পতিবার মুক্তি পাচ্ছে। কিন্তু শুরুতেই 'ধাক্কা' খেলেন নির্মাতারা। এদেশের যোদ্ধাদের গল্প মুক্তির আগেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল একাধিক দেশে। চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞ গিরিশ জোহর নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানান যে মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশে বলিউডের এই ছবিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে খবর এসেছে। শুধুমাত্র সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে এই ছবি শর্তসাপেক্ষে মুক্তির অনুমতি পেয়েছে।

ওয়ার এবং পাঠানের পর সিদ্ধার্থ আনন্দের পরিচালনায় দেশের সাধারণতন্ত্র দিবসে মুক্তি পাচ্ছে হৃত্বিক রোশন, দীপিকা পাড়ুকোন, অনিল কাপুর অভিনীত 'ফাইটার'। এই ছবিতে স্কোয়াড্রন লিডার শামশের পাঠানিয়া ওরফে প্যাটির চরিত্রে অভিনয় করেছেন হৃত্বিক। দীপিকাকেও স্কোয়াড্রন লিডার হিসেবেই দেখা যাবে। প্রশ্ন উঠছে, দেশাত্মবোধক ছবি বলেই কি মধ্যপ্রাচ্যে ব্রাত্য এই ছবি? নাকি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের বিষয়টি থাকায় একাধিক মুসলিম দেশ এই ছবি থেকে দূরত্ব রাখতে চায়। জানা যাচ্ছে, সৌদি আরব, কাতার, ওমান, কুয়েত, বাহারিনে মুক্তি পাবে না 'ফাইটার'। তবে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে রিলিজ হলেও ১৫ বছরের কম বয়সি শিশুরা হৃত্বিক-দীপিকার অ্যাকশন ড্রামা দেখতে পারবেন না। ইতিমধ্যেই ছবির প্রায় ৭৫ হাজার টিকিট বিক্রি হয়ে গিয়েছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে ভারতীয় জওয়ানদের দাপট দর্শকের মন জয় করতে পারে কিনা সেটাই দেখার। সেইসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশে ছবি মুক্তির নিষেধাজ্ঞার কোনও সুদূরপ্রসারী ফল দেখা যায় কিনা সেদিকেও নজর রাখছে ওয়াকিবহাল মহল।

সংসদে পাশ সংশোধনী কেন মানবে না কেন্দ্র?

প্রতিবেদন : একজন আইনজীবী হয়ে আপনি কীভাবে বলতে পারেন যে সংসদে পাশ করা একটি সংশোধনীকে সমর্থন করবেন না? কেন্দ্রের সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতাকে এভাবেই তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করলেন দেশের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়। বুধবার আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় মামলার শুনানি চলছিল সুপ্রিম কোর্টে। সেখানেই সলিসিটার জেনারেলকে একথা বলেন প্রধান বিচারপতি।

উত্তরপ্রদেশের আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়কে 'সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' তকমা দেওয়ার বিরুদ্ধে আইনি অবস্থান নিয়েছে নরেন্দ্র মোদি সরকার। এবিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে জানানো হয়েছে, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় (এএমইউ) কোনও নির্দিষ্ট ধর্ম বা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিশ্ববিদ্যালয় নয় এবং হতেও পারে না। এই প্রেক্ষিতে মামলার শুনানির পঞ্চম দিনে কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল বলেন, তিনি ১৯৮১ সালে সংসদে পাশ করা সংশোধনীকে সমর্থন করছেন না। যে সংশোধনীতে এএমইউকে সংখ্যালঘু মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল।

প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এর নেতৃত্বে সাত বিচারপতির বেঞ্চ সলিসিটার জেনারেলের এই মন্তব্যে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, একজন আইনের রক্ষক হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা সংসদে পাশ করা একটি সংশোধনীর বিরোধিতা তিনি কীভাবে করতে পারেন? প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এদিন কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেলকে বলেন, সংসদ একটি অবিনশ্বর, অবিভাজ্য এবং অবিচ্ছিন্ন সত্তা। সেখানে কীভাবে আপনি সংসদে পাশ করা সংশোধনের বিরুদ্ধে যাচ্ছেন? যদিও তুষার মেহতা নিজের অবস্থান বজায় রেখে উল্লেখ করেন, এলাহাবাদ হাইকোর্ট বিভিন্ন কারণে ১৯৮১ সালের সংশোধনী বাতিল করেছে। এরপরই ডি-ওয়াই চন্দ্রচূড় তীব্র ভাষায় মন্তব্য করেন, এটি আপনার মৌলবাদী চিন্তা। একজন আইনের রক্ষাকর্তা হয়ে আপনি বলছেন যে, সংসদে যা পাশ হয়েছে তা আপনি মেনে চলবেন না!

কড়া প্রশ্ন প্রধান বিচারপতির

প্রসঙ্গত, আজিজ বাশা মামলায় সুপ্রিম কোর্টের ১৯৬৭ সালের রায়ের প্রভাবকে কমাতে ১৯৮১ সালে সংশোধনী পাস করা হয়েছিল। ১৯৮১ সালে সংসদ আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আইন ১৯২০ সংশোধন করে কার্যকরভাবে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে সংখ্যালঘু মর্যাদা প্রদান করে। যদিও ২০০৬ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট ১৯৮১ সালের সংশোধনী বাতিল করে এবং ঘোষণা করে যে এএমইউ সংবিধানের ৩০ অনুচ্ছেদের অধীনে সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠানের অধিকার দাবি করার অধিকারী নয়। পরে রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করলে ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্টের ৭ বিচারপতির বেঞ্চে মামলাটি রেফার করা হয়। সেখানেই শুনানিতে প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেছেন সলিসিটার জেনারেলের উদ্দেশ্যে।

জোশীমঠ বাঁচাতে ১০০০ বাড়ি ভাঙার উদ্যোগ, ঘর ছাড়তে নারাজ বাসিন্দারা

প্রতিবেদন : ভূমিধসে বিপন্ন 'দেবভূমির দরজা' বলে খ্যাত উত্তরাখণ্ডের জোশীমঠ। শহর বাঁচাতে ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। যত্রতত্র নির্মাণে রাশ টানার কথা বলা হয়েছে। পাহাড়ি জনপদে আরও বড় বিপর্যয় এড়াতে যত দ্রুত সম্ভব ভাঙতে হবে জোশীমঠের অন্তত ১ হাজার বাড়ি। ইতিমধ্যেই সেই নির্মাণগুলিকে চিহ্নিত করা গেলেও নিজের বসতবাড়ি ও ভিটে ছাড়তে রাজি নন স্থানীয় বাসিন্দারা। এর জেরে গুরুতর সমস্যায় পড়েছে রাজ্য প্রশাসন।

জোশীমঠ যে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং সেখানে যথেচ্ছ নির্মাণ যে বিপদ ডেকে আনতে পারে সাত এবং আটের দশকেই তার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন ভূবিজ্ঞানীরা। তবে সেই সতর্কবার্তাকে গুরুত্ব না দিয়ে যথেচ্ছ পরিমাণে বেআইনি নির্মাণ হয়ে গিয়েছে এই শহরে। বেসরকারি নির্মাণের পাশাপাশি বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ স্থানীয় প্রশাসনের বিরুদ্ধেও। ঠিক এক বছর আগে অর্থাৎ ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে জোশীমঠে বড় বিপর্যয় দেখা দেয়। গোটা শাহরের একাধিক এলাকা মাটিতে বসে যায়। ফাটল ধরে অসংখ্য বাড়িতে। সমস্যা সমাধানে সমীক্ষা চালায় কেন্দ্রীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, শহরের ৩৫ শতাংশ এলাকাই 'হাই রিস্ক জোন'। অতিঝুঁকিপূর্ণ চারটি পুরসভা এলাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এগুলি অবিলম্বে খালি করতে হবে। কমপক্ষে হাজারখানেক বাড়ি ভাঙার কথাও বলা হয়েছে। তবে দীর্ঘদিনের আশ্রয় ছাড়তে রাজি নন স্থানীয় বাসিন্দারা। সরকারের তরফে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দেওয়া হলেও বাড়ি ছাড়তে নারাজ এলাকার মানুষজন। একদিকে পরিবেশ অন্যদিকে জনতার দাবি, সব মিলিয়ে চাপে পড়েছে উত্তরাখণ্ড প্রশাসন।

ইডি-তলব এড়ালেন কেরলের বাম নেতা

প্রতিবেদন : আর্থিক দুর্নীতি মামলার তদন্তের সূত্রে কেরলের সিপিএম নেতা টমাস আইজ্যাককে তলব করেছিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ইডির সমন এড়ালেন বাম নেতা। কেরল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড বোর্ডের মশলা বন্ড মামলার সূত্রেই তাঁকে জেরা করতে চায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। টমাস আইজ্যাক কেরলের বাম সরকারের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী। তাঁর বিরুদ্ধে বিদেশি মুদ্রা বিনিময় আইনে মামলা দায়ের করেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। সমন পেয়েও দুর্নীতি মামলায় ইডির তলবে সাড়া দেননি সিপিএমের বর্ষীয়ান নেতা। জানিয়েছেন, রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই এই তলব। লোকসভা ভোটের আগেই হেনস্থা করা বিজেপি সরকারের উদ্দেশ্য।

ঘটনা হল, ঠিক এই কথাটাই বলেন তৃণমূলের নেতারাও। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হেনস্থা করতে সিবিআই-ইডির মতো তদন্তকারী এজেন্সিকে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছে বিজেপি সরকার। কিন্তু বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সির অতিসক্রিয়তা নিয়ে বিজেপির সুরেই কথা বলেন রাজ্যের সিপিএম নেতারা। এবার তাঁদের পরিচালিত রাজ্যেই আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী তথা গুরুত্বপূর্ণ সিপিএম নেতাকে জেরা করতে চায় ইডি। এখন তাহলে কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভূমিকা নিয়ে বাংলার সিপিএম নেতারা কী বলবেন, প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলের।

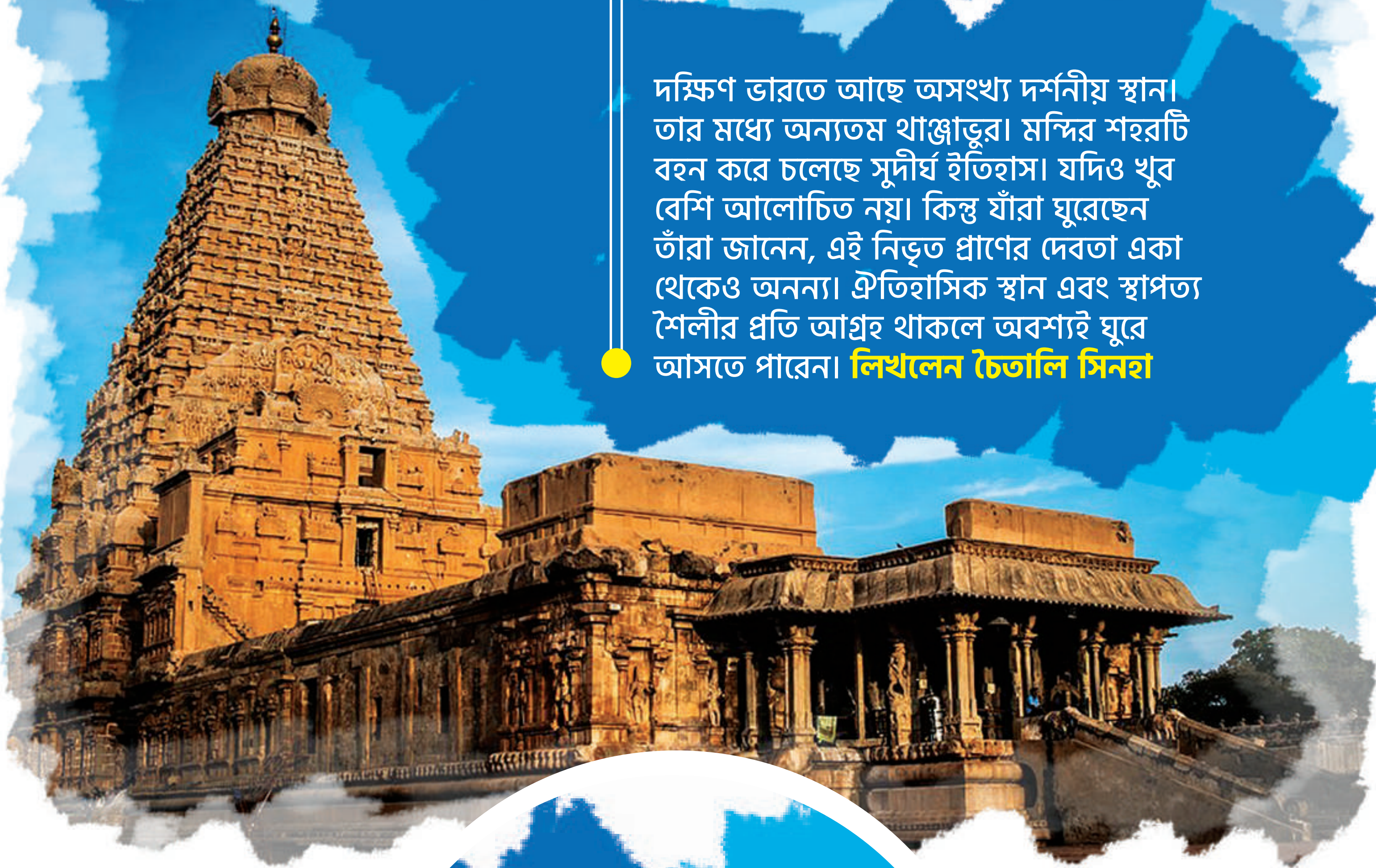

দক্ষিণ ভারতে আছে অসংখ্য দর্শনীয় স্থান। তার মধ্যে অন্যতম থাঞ্জাভুর। মন্দির শহরটি বহন করে চলেছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। যদিও খুব বেশি আলোচিত নয়। কিন্তু যাঁরা ঘুরেছেন তাঁরা জানেন, এই নিভৃত প্রাণের দেবতা একা থেকেও অনন্য। ঐতিহাসিক স্থান এবং স্থাপত্য শৈলীর প্রতি আগ্রহ থাকলে অবশ্যই ঘুরে আসতে পারেন। **লিখলেন চৈতালি সিনহা**

তাঞ্জোর থেকে থাঞ্জাভুর

যদিও ভ্রমণপাগল মানুষের কাছে গাংপুর আর গ্যাংটক সমান, তবুও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ একেবারেই অন্য রকম অনুভূতি। বড় বড় মন্দির। সুবিশাল গেট বা গোপুরমগুলো দিয়ে ঢোকার সময় চোখ বলে দেবতার চেয়েও কারিগর উঁচুতে থাকে। দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা একেবারেই আলাদা। সেই পল্লব, চোল, চালুক্য, সাতবাহন রাষ্ট্রকূট বংশের পরাক্রমী রাজারা, যারা প্রবল মোগলাই দাপটেও ইতিহাস বইয়ের পাতায় এবং চাকরির পরীক্ষার খাতায় প্রবল ভাবে জিকের মেমোরিতে ঠাসা। মন্দিরের দেশ দক্ষিণ ভারতে মাদুরাইয়ের মীনাক্ষী মন্দির সব বিভাগে প্রথম হলেও, থাঞ্জাভুর বৃহদেশ্বরের মন্দিরের স্পেশাল জুরি অ্যাওয়ার্ড পাওয়া কেউ আটকাতে পারবে না এটা নিশ্চিত।

থাঞ্জাভুর বা তাঞ্জোর চোল সাম্রাজ্য, যাকে ভারতীয় ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিসাবে গণ্য করা হয়, এই স্থাপত্যের দিক থেকে অত্যাশ্চর্য স্থানটি গড়ে তুলেছিল। এই বিস্ময়কর স্থাপনাটি আগের সময়ের প্রায় দুই শতাব্দী ধরে, গঙ্গাইকোন্ডা চোলাপুরম চোল সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে কাজ করেছে। হয়তো এই বলার মধ্যে রাজার দীপ্ত ভাব ছিল আমি গঙ্গা জয় করেছি। তারপর চোল রাজবংশের রাজধানী তাঞ্জোর বিখ্যাত হয়ে গেছে এখানের সহস্রাব্দ প্রাচীন বৃহদেশ্বর মন্দিরের জন্য। এখানের সেরা স্থানগুলোর মধ্যে একটি হল ভগবান শিব মন্দির, যা প্রাচীন তাঞ্জোর থেকে আধুনিক থাঞ্জাভুর রূপান্তরের মধ্যে বিরাজমান একটি অনন্ত মহিমার প্রতীক।

অতীতের তাঞ্জোর এখন থাঞ্জাভুর। দক্ষিণ ভারতের কাবেরী নদীর মোহনার কাছে তার বাস। তিরুচিরাপল্লি ওরফে ত্রিচুরা ওরফে ত্রিচি শহরটি হল থাঞ্জাভুর যাওয়ার মূল উপায়। এর পর বাকি থাকে চল্লিশ কিলোমিটার মাত্র। তামিলনাড়ুর ত্রিচি নিজেও একটি অপূর্ব সুন্দর জায়গা। এখানের রকফোর্ট টেম্পল আর শ্রীরঙ্গনাথ স্বামী মন্দির, জম্বুকেশ্বর মন্দিরের জন্য একটা দিন বরাদ্দ করা যায় অনায়াসেই। সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত করে কাবেরী নদীর বাঁধ। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলো হাজার বছর আগেকার রাজাদের পরাক্রম আর সৌন্দর্য-প্রীতির পরিচয় বয়ে নিয়ে চলেছে।

এতক্ষণ ধান ভানা হল। আসল শিবের গীতটাই এখনও বাকি। ত্রিচি থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে এক শহর থাঞ্জাভুর। অতীত ইতিহাস আঁকড়ে পড়ে থাকা তাঞ্জোর। তাঞ্জোরের বিখ্যাত মন্দিরটি হল শিব মন্দির যা বৃহদেশ্বর মন্দির নামে বিখ্যাত। হাজার বছর পেরিয়ে যাওয়া এমন এক স্থাপত্য যা আজও টিকে আছে মাথা উঁচু করে। চোল রাজ প্রথম রাজরাজা চোল ১০১৪ সালে তাঁর আরাধ্য দেবতা ভগবান শিবের এই মন্দির স্থাপনা করেন। এটি রাজরাজেশ্বর মন্দির নামেই বেশি পরিচিত। ভিতরের শিবলিঙ্গের আকৃতি জানান দেয় কেন এই মন্দিরের আরেক নাম বৃহদেশ্বর!

চোল স্থাপত্য রীতিতে ১০১০ সালে সম্পূর্ণ হওয়া এই মন্দির এখন ইউনেস্কো ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। এক এক করে পেরিয়ে যাই সুবিশাল গোপুরম বা

কীভাবে যাবেন?

ট্রেনে থাঞ্জাভুর যাওয়া যায়। নামতে হবে থাঞ্জাভুর রেলওয়ে জংশনে। থাঞ্জাভুরের নিকটতম বিমানবন্দর হল তিরুচিরাপল্লি। সড়কপথে ত্রিচি থেকে থাঞ্জাভুরের দূরত্ব ৫৭ কিলোমিটার।

কোথায় থাকবেন?

থাঞ্জাভুর বড় শহর, ঘর বুকিং করে যাওয়ার চিন্তা নেই। নানা স্থানে ভাল থাকার ব্যবস্থা। খাওয়া নিয়ে দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে কিছু না বলা ভাল। দেখার চোখ তৃপ্ত হচ্ছে যখন জিভেতে একটু লাগাম দিলে ক্ষতি কি?

মন্দিরের প্রবেশদ্বার। এবার পিলার-শোভিত নাটমন্দির। বৃহৎ শিবের বৃহৎ নন্দী সম্ভ্রম জাগায়। মন্দিরে বিশাল শিবলিঙ্গের সামনে বিশাল হুন্ডি। ভগবান দেয় না নেয় এখনও বুঝে উঠতে পারিনি। মন্দিরের চারপাশে ছোট মন্দিরে নানা দেবতার মেলা। বিস্ময়ের বাকি থাকে না যখন মন্দির চত্বরে থাকেন কয়েক শত শিবলিঙ্গ। যেন শিবের মেলা।

মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করে সুবিশাল শিবলিঙ্গ বিস্ময় জাগায়। ঈশ্বরের মাপ হয় না জেনেও বলি, এই লিঙ্গ বৃহত্তম। বৃহৎ ঈশ্বর। ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি দক্ষিণের কোনও মন্দিরেই নেই এবং এখানেও নেই। সুষ্ঠুভাবে বিস্ময়দর্শন সম্পন্ন করা যায় সময় নিয়ে। এমন একটা বছরে রাজরাজেশ্বর আমাদের কৃপা করে প্রথম দর্শন দিয়েছিলেন, সে-বছর এই মন্দির প্রতিষ্ঠার একটি হাজার বছর পূর্ণ হয়েছে। সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশ হিসেবে চোল সাম্রাজ্য ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে। চোল রাজবংশের বিখ্যাত স্থাপত্য ব্রোঞ্জের সেই নটরাজ মূর্তি আজ নিউ ইয়র্কের মিউজিয়াম আলো করে আছে। মন্দিরকে তো আর উৎখাত করে তুলে নেওয়া যায় না, তাই সেই মন্দিরগুলো আজও— হাজার বছর পরেও টিকে আছে।

গ্রানাইট-নির্মিত সুউচ্চ এই মন্দিরের গঠন শুধু ভাবায়। রাজ আনুকূল্য এবং সঠিক কারিগর এই দুটো ফ্রিকোয়েন্সি এক সঙ্গে হলে যে রেজোনেন্স হয় তাকে বলে স্থাপত্য। ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম মন্দির এটি। প্রায় নয় মিটার উঁচু মনোলিথিক শিবলিঙ্গটি ভারতের অন্যতম উঁচু শিবলিঙ্গ। ভাবতে অবাক লাগে এত বছর আগে কীভাবে পাথরগুলো মন্দিরের চূড়া বা বিমান অংশে তোলা হয়েছিল।

দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ ভাবলে কন্যাকুমারী, রামেশ্বরম, মহাবলীপূরম, মাদুরাই, পন্ডিচেরী আর তিরুপতি বেশি নম্বর পায়। থাঞ্জাভুর সেই ভাবে আলোচিত নয়। কিন্তু থাঞ্জাভুর ঘুরেছেন এমন মানুষ জানেন এ নিভৃত প্রাণের দেবতা একা থেকেও অনন্য।

অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে ভারত আজ মুখোমুখি হবে আয়ারল্যান্ডের

দাপটে ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল

ইস্টবেঙ্গল ২ (হিজাজি, সিভেরিও) জামশেদপুর ০

প্রতিবেদন : মহানদীর তীরে ঝলমলে ইস্টবেঙ্গল। ডার্বি জয়ের আত্মবিশ্বাস বুকে নিয়ে জামশেদপুর এফসি-কে ২-০ গোলে হারিয়ে কলিঙ্গ সুপার কাপের ফাইনালে চলে গেল ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদের দুই গোলদাতা হিজাজি মাহের ও জেভিয়ার সিভেরিও। ম্যাচের সেরা হিজাজি। মরশুম শুরুর ডুরান্ড কাপের পর আবারও সর্বভারতীয় টুর্নামেন্টের ফাইনালে দল। বিপক্ষ দলের ডাগ আউটে ছিলেন খালিদ জামিল। তাঁর কোচিংয়েই শেষবার সুপার কাপের ফাইনাল খেলেছিল ইস্টবেঙ্গল। সেই খালিদের দলকে হারিয়েই ছ'বছর পর সুপার কাপে ট্রফি জয়ের সামনে লাল-হলুদ। ইস্টবেঙ্গল কোচের হটসিটে কার্লেস কুয়াদ্রাত যেন ম্যাজিশিয়ান। লাল-হলুদ সমর্থকরা তাঁকে ঘিরেই ট্রফির স্বপ্ন দেখছেন।

একাধিক গোলের সুযোগ নষ্ট না করলে এদিন লাল-হলুদের জয়ের ব্যবধান আরও বাড়তে পারত। পেনাল্টি নষ্ট করেন ক্লেটন সিলভা। জিতলেও এদিন দলের খেলায় মন ভরেনি সমর্থকদের। ফাইনালে ওড়িশা বা মুম্বই সিটি এফসি-র বিরুদ্ধে অনেক কঠিন লড়াই। এদিন ম্যাচ শুরুর আগেই জামশেদপুর যেন কমজোরি হয়ে পড়ল দলের প্রধান বিদেশি স্ট্রাইকার ড্যানিয়েল চিমা চুকু খেলতে না পারায়। জানা যায়, সরাসরি লাল কার্ডে দুই ম্যাচের সাসপেনশন থাকায় চিমাকে দলে রাখা হয়নি। অন্যদিকে, একই কারণে ইস্টবেঙ্গল বোরহা হেরেরার পরিবর্তে খেলায় বিষ্ণুকে।

চিমাহীন আক্রমণভাগ নিয়েই খালিদ শুরু থেকে জয়ের জন্য ঝাঁপান। জামশেদপুরের মহম্মদ উবেইস, স্টিভ আম্বরি, সেমবোই হাওকিপরা গতি ও পজেশনাল ফুটবলে ইস্টবেঙ্গল রক্ষণে চাপ তৈরি করেন। কিন্তু প্রতিআক্রমণে জামশেদপুর রক্ষণে বারবার হানা দেন ক্লেটন সিলভারা। ১৯ মিনিটে গোলের লকগেট খুলে ফেলে ইস্টবেঙ্গল। সাউল ক্রেসপোর পাস থেকে বক্সে ফাঁকায় বল পেয়ে বল জালে জড়াতে ভুল করেননি হিজাজি।

গোলের উচ্ছ্বাস হিজাজির। ভুবনেশ্বরে।

উজ্জীবিত ইস্টবেঙ্গল গোল পেয়ে আরও আগ্রাসী ফুটবল খেলে। প্রতিআক্রমণে গোল শোধের মরিয়া চেষ্টা করে খালিদের দল। কিন্তু লাল-হলুদ রক্ষণ সজাগ থাকায় বিপদ বাড়েনি। বিরতির আগেই ব্যবধান বাড়াতে পারত ইস্টবেঙ্গল। পারদো সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি। উল্টোদিকে, জামশেদপুরও গোলমুখ প্রায় খুলে ফেলেছিল বার দুয়েক। কিন্তু জেরেমি মানজোরোদের থামিয়ে ইস্টবেঙ্গল গোলকিপার প্রভসুখন সিং গিল তখন পরিত্রাতার ভূমিকায়। বিরতির আগে একটি পেনাল্টি পেতে পারত ইস্টবেঙ্গল। বিষ্ণুকে বক্সের মধ্যে ফাউল করা হয়েছিল। কিন্তু রেফারি পেনাল্টি দেননি।

দ্বিতীয়ার্ধে শুরুতেই গোলের ব্যবধান বাড়ায় ইস্টবেঙ্গল। ৪৭ মিনিটে ২-০ করে তারা। নন্দকুমারের কাছ থেকে বাঁ-দিকে বল পান ওভারল্যাপে উঠে আসা লেফট ব্যাক নিশু কুমার। তাঁর দুর্দান্ত ক্রস মার্কারিকে এড়িয়ে পেয়ে যান সিভেরিও। রেহেনেশকে পরাস্ত করে বল জালে জড়ান লাল-হলুদের স্প্যানিশ স্ট্রাইকার।

এরপর আক্রমণ-প্রতিআক্রমণে খেলা হলেও ইস্টবেঙ্গলে আক্রমণে ঝাঁঝ থাকে বেশি। ৮৩ মিনিটে পরিবর্ত হিসেবে নামা সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বক্সে ফাউল করা হলে পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু ছন্দে থাকা ক্লেটন তা থেকে গোল করতে পারেননি। ব্রাজিলীয় স্ট্রাইকারের শট ক্রসবারে লাগে। ইস্টবেঙ্গলও তৃতীয় গোল পায়নি। মিনিট খানেক পরই পাল্টা প্রতিআক্রমণে গোলের সুযোগ পেয়েছিল জামশেদপুর। কিন্তু প্রতীকের হেড পোস্টে প্রতিহত হয়। ফলে ব্যবধান কমাতে ব্যর্থ হয় জামশেদপুর। সংযুক্ত সময়ে গোলের সুযোগ পেয়েছিল দু'দলই। হিজাজি সুযোগ নষ্ট করেন। গোলের সুযোগ হাতছাড়া করেন জামশেদপুরের এলসিনহো, মানজোরোরাও।

বাজবল হলে খেলা শেষ হবে দেড়দিনে

হুঙ্কার সিরাজের

হায়দরাবাদ, ২৪ জানুয়ারি : টেস্ট সিরিজ শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগে ইংল্যান্ড শিবিরকে আগাম হুঁশিয়ারি দিলেন মহম্মদ সিরাজ। ভারতীয় পেসারের সাফ কথা, বেন স্টোকসরা যদি ভারতীয় পিচে বাজবল ক্রিকেটে আস্থা রাখে, তাহলে ম্যাচের নিষ্পত্তি দেড়-দু'দিনেই হয়ে যাবে!

ইংরেজ ব্যাটারদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে সিরাজ বলেন, ''বাজবল নিয়ে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে। ইংল্যান্ড যদি ভারতের মাটিতে বাজবল খেলতে চায়, তাহলে আমার ধারণা, দেড় থেকে দু'দিনেই ম্যাচ শেষ হয়ে যাবে। ভারতীয় পিচে সব বলে চালিয়ে খেলা কঠিন। কারণ এখানকার পিচে কোনও বল ঘোরে আবার কোনও বল সোজা থাকে। তাই ভারতের মাটিতে বাজবল খেলা সহজ হবে না। তবে ইংল্যান্ড যদি সেভাবে খেলে, তাহলে আমাদেরই সুবিধে। ম্যাচটা তাড়াতাড়ি শেষ হবে।''

সিরাজ আরও বলেন, ''ইংল্যান্ডের শেষ ভারত সফরেও ম্যাচ দ্রুত শেষ হচ্ছিল। আমি মাত্র দুটো টেস্টে খেলেছিলাম। তার মধ্যে একটি টেস্টের প্রথম ইনিংসে মাত্র পাঁচ ওভার বল করেই জো রুট ও জনি বেয়ারস্টোর উইকেট নিয়েছিলাম। এবারও আমার লক্ষ্য থাকবে, যত ওভারই বল করার সুযোগ পাই, নিয়ন্ত্রিত বোলিং করা। উইকেট পেলে ভাল। তবে লক্ষ্য থাকবে ব্যাটারদের রান করতে না দিয়ে চাপে ফেলা।'' ভারতীয় পেসারের সংযোজন, ''আমি নতুন বলে বল করি। তাই লাইন ও লেংথের উপর বাড়তি জোর দিতে হয়। সাদা বল হোক কিংবা লাল বল, আমি নিজের রণনীতিতে পরিবর্তন করি না। ব্যাটারদের ৫-৬ মিটার লেংথে বল করে যাওয়াই আমার কাজ। বল সুইং না করলে, লাইন ও লেংথে সামান্য হেরফের করতে হয়। নতুন বলে উইকেট তোলার জন্য নিশানায় অভ্রান্ত থাকাটা জরুরি।''

মানের তফাত, লজ্জার হারে সাফাই স্টিমাচের

দোহা, ২৪ জানুয়ারি : টানা তিন ম্যাচ হেরে এএফসি এশিয়ান কাপের গ্রুপ পর্ব থেকেই ছিটকে গিয়েছে ভারত। তিন ম্যাচে ছ'টি গোল হজম করেছে দল। বিপক্ষের জালে একবারও বল জড়াতে পারেননি সুনীল ছেত্রীরা। গ্রুপের শক্ত তিন প্রতিপক্ষের কাছে হারের কারণ হিসেবে সুনীলদের কোচ ইগর স্টিমাচ জানিয়েছেন, দু'দলের মধ্যে মানের পার্থক্যই ভারতের ব্যর্থতার প্রধান কারণ। গোলের সামনে ভারতীয় ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাসের অভাবকেও দায়ী করছেন ক্রোয়েশীয় কোচ।

সমাজমাধ্যমে ইগরকে সরানোর দাবি জানিয়েছে সমর্থকদের একাংশ। ভক্তরা কাঠগড়ায় তুলেছেন কোচের রণকৌশলকে। কিন্তু ফেডারেশন কর্তারা আপাতত কোচের পাশেই থাকছেন। ২০২৬ পর্যন্ত ইগরের চুক্তি বাড়ানো হয়েছিল। ইগর নিজেও বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন এশিয়ান কাপের থেকে। মার্চে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে নতুন পরীক্ষা শুরু হবে মনবীরদের।

ইগর বলেছেন, ''সিরিয়ান ও ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে মানের পার্থক্য অনেক বড়। রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে এসে গোল করে গেল ওদের সাত নম্বর জার্সিধারী ওমর খাবরিন। আমার ১১ জন খেলোয়াড়ের মার্কেট ভ্যালুর দ্বিগুণ মূল্য ওমরের। আমি বলতে চাইছি, ফাইনাল থার্ডে সুযোগ কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে আমাদের ছেলেদের আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যাচ্ছে। গোলমুখ খুলেও বল গোলে রাখতে পারছি না আমরা।''

সুনীলদের কোচ যোগ করেন, ''আমি সন্তুষ্ট এটা দেখে যে আমার দল অস্ট্রেলিয়া, উজবেকিস্তান এবং সিরিয়ার মতো প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একাধিক গোলের সুযোগ তৈরি করতে পেরেছে। তাই ছেলেদের পারফরম্যান্সে আমি খুশি।'' স্টিমাচ চান, ভারতীয় দল নিয়মিত সর্বোচ্চ স্তরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক। বললেন, ''শক্তিশালী দলগুলোর বিরুদ্ধে আরও স্বচ্ছন্দে খেলতে হলে ধারাবাহিকভাবে সর্বোচ্চ স্তরে ফুটবলটা খেলে যেতে হবে।'' সমাজমাধ্যমে আবেগঘন পোস্টে ইগর লেখেন, ''আমি সমর্থকদের হতাশা বুঝতে পারছি। আমাদেরও একইরকম অনুভূতি হচ্ছে। কিন্তু ছেলেরা নিজেদের সেরাটা দিয়েছে। আমি ওদের নিয়ে গর্বিত।''

শীর্ষে কালীঘাট

প্রতিবেদন : কলকাতা ফুটবল লিগের প্রথম ডিভিশন চ্যাম্পিয়ন্স রাউন্ডে জিতে গ্রুপ শীর্ষে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন। বুধবার কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টকে ২-০ গোলে হারিয়েছে কালীঘাট। গোলদাতা শেখ কুতুবুদ্দিন এবং লালথন কিমা।

জয় মেয়েদের

প্রতিবেদন : খেলো ইন্ডিয়া গেমসে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচেও জয় পেল বাংলার মেয়েরা। তামিলনাড়ুকে তাদের ঘরের মাঠে ২-১ গোলে হারিয়েছে বাংলা। নাসিমুন খাতুন এবং অধিনায়িকা রিম্পা হালদার বাংলার হয়ে গোল করেন। শুক্রবার হরিয়ানার বিরুদ্ধে পরের ম্যাচে নামবে বাংলা।

দ্বিতীয় রাউন্ডে লক্ষ্য, হার প্রণয়-শ্রীকান্তের

জাকার্তা, ২৪ জানুয়ারি : ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্স ব্যাডমিন্টন ওপেনে জয় পেলেন লক্ষ্য সেন। তবে এদিনই প্রথম রাউন্ডে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন এইচ এস প্রণয় ও কিদাম্বি শ্রীকান্ত।

নতুন বছরের শুরুটা মোটেই ভাল হয়নি লক্ষ্যর। টানা দু'টি টুর্নামেন্টের (মালয়েশিয়া ওপেন ও ইন্ডিয়া ওপেন) প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল তাঁকে। বুধবার লক্ষ্য কোর্টে নেমেছিলেন চিনা শাটলার ওয়েং হং ইয়াংয়ের বিরুদ্ধে। ২৪-২২, ২১-১৫ সরাসরি গেমে বিশ্বের ১৭ নম্বর ওয়েংকে হারিয়ে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেছেন লক্ষ্য। এদিকে, শ্রীকান্ত ও প্রণয়ের খারাপ ফর্ম যেন কাটতেই চাইছে না! এদিন প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন লো কিন উই। তিন গেমের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ১৮-২১, ২১-১৯, ১০-২১ ফলে সিঙ্গাপুরের শাটলারের কাছে হার মানেন প্রণয়। অন্যদিকে, শ্রীকান্ত ২১-১৯, ১৪-২১, ১১-২১ গেমে হেরে গিয়েছেন বিশ্বের দু'নম্বর লি জিল জিয়ার কাছে।

আইভরি কোস্টের কোচ ছাঁটাই

আবিদজান, ২৪ জানুয়ারি : আগের দিন আফ্রিকারই এক অনামি দলের কাছে ৪-০ গোলে হেরেছিল আইভরি কোস্ট। বুধবার তারই ফলস্বরূপ কোচ জিন লুইস গাসেটস ও তার সহকারীকে ছেঁটে ফেলল আইভরি কোস্টের ফুটবল ফেডারেশন। ফেডারেশনের তরফে বলা হয়েছে, খারাপ ফলের জন্যই এই সিদ্ধান্ত। আপাতত কাজ চালাবেন এমার্স ফায়ে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আর মদ খেলে দল দায়িত্ব নেবে না। গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে সতর্ক করলেন অস্ট্রেলিয়ার কোচ ম্যাকডোনাল্ড

মাঠে ময়দানে

সেরা সূর্য

■ **দুবাই :** টানা দ্বিতীয়বার আইসিসির বর্ষসেরা টি-২০ ক্রিকেটার হলেন সূর্যকুমার যাদব। সংক্ষিপ্ত ওভারের ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে ভাল খেলার পুরস্কার পেলেন ভারতের এই মিডল অর্ডার ব্যাটার। আইসিসি অফিসিয়াল বিবৃতিতে জানিয়েছে, ভারতের মিডল অর্ডারের মেরুদণ্ড হচ্ছেন সূর্যকুমার। যেই পজিশনে নেমে তাঁর ম্যাচ জেতানোর ভূমিকা অনেক। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-২০ তে দ্রুত সেঞ্চুরি ১১২ (৫১) হাঁকিয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় ক্রিকেটার হয়েছিলেন সূর্য। ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অনবদ্য পারফরম্যান্স করেছিলেন তিনি। আইসিসির বর্ষসেরা উদীয়মান ক্রিকেটার হয়েছেন নিউজিল্যান্ডের রাচিন রবীন্দ্র। এছাড়া মেয়েদের বর্ষসেরা হয়েছেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের হ্যালি ম্যাথুজ।

মেয়েদের জয়

■ **মাস্কাট :** ফাইভ-এ সাইড হকি বিশ্বকাপে পোল্যান্ডকে হারিয়ে জয় পেল ভারত। পুল সি'র প্রথম ম্যাচে ৫-৪ গোলে পোল্যান্ডকে হারাল ভারতের মেয়েরা। শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক খেলেছে ভারত। মুমতাজ খান, দীপিকা সরেন ভারতের হয়ে জোড়া গোল করেন। মারিয়ানা কুজুর একটি গোল করেন। অন্যদিকে, পোল্যান্ডের হয়ে জুলিয়া কুছারর্সকা, অধিনায়ক মারলিনা রিবাচা, পাওলা স্লাউইন্সকা এবং মণিকা পোলেউসজাক গোল করেছেন।

জাকার বদলি

■ **করাচি :** জাকা আশরাফের জায়গায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের অন্তর্বর্তীকালীন চেয়ারম্যান হলেন শাহ খাওয়ার। পাশাপাশি পাক প্রধানমন্ত্রী আনারুল হক কাকারও বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকের দায়িত্বে এলেন। বিবৃতিতে খাওয়ার জানিয়েছেন, তাঁর প্রাথমিক কাজই হবে স্বচ্ছ ও মুক্ত নির্বাচন। পাকিস্তান ক্রিকেটে ডামাডোল চলছে অনেকদিন ধরেই। এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপে হতশ্রী পারফরম্যান্সের জেরে নেতৃত্ব ছাড়তে হয়েছে বাবর আজমকে। সরে যেতে হয়েছে কোচ এবং ডিরেক্টরকেও। তাও দুর্দশা মেটেনি। টেস্ট ফরম্যাটে নতুন অধিনায়ক শান মাসুদের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৩-০ সিরিজ হেরেছে পাকিস্তান।

সেরা ব্রিসবেন

■ **সিডনি :** ১৩তম বিগ ব্যাশ লিগে চ্যাম্পিয়ন হল ব্রিসবেন হিট। ফাইনালে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন সিডনি সিক্সার্সকে ৫৪ রানে হারিয়ে প্রথমবার এই টুর্নামেন্ট জিতল তারা। শুরুতে ব্যাট করে কুড়ি ওভারে ব্রিসবেন তোলে আট উইকেটে ১৬৬। জবাবে, ১৭.৩ ওভারে সিডনি অলআউট হয়ে যায় ১১২ রানে।

৪৩-এ বিশ্বের এক নম্বর বোপান্না

মেলবোর্ন, ২৪ জানুয়ারি : টেনিসে নতুন ইতিহাস গড়লেন রোহন বোপান্না। বুধবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে পুরুষদের ডাবলসের সেমিফাইনালে উঠেছেন বোপান্না ও তাঁর অস্ট্রেলীয় জুটি ম্যাথু এবডেন। কোয়ার্টার ফাইনালে তাঁরা ৬-৪, ৭-৬ (৭/৫) স্ট্রেট সেটে হারিয়েছেন আর্জেন্টিনার জুটি ম্যাক্সিমো গঞ্জালেজ ও আন্দ্রেস মোলতেনিকে।

এই ম্যাচ জেতার সঙ্গে সঙ্গেই ডাবলসের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের এক নম্বরে উঠে এলেন ৪৩ বছর বয়সী বোপান্না। যা টেনিস ইতিহাসে সবথেকে বেশি বয়সে শীর্ষে ওঠার নতুন বিশ্বরেকর্ড। আগামী সপ্তাহে এটিপি যে র‍্যাঙ্কিং তালিকা প্রকাশ করবে, তাতে পুরুষদের ডাবলসের এক নম্বর খেলোয়াড় হিসেবে জ্বলজ্বল করবে বোপান্নার নাম।

বোপান্না ভেঙে দিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন খেলোয়াড় রাজীব রামের রেকর্ড। ২০২২ সালের অক্টোবরে ৩৮ বছর বয়সে বিশ্বের এক নম্বর ডাবলস খেলোয়াড় হয়েছিলেন রাজীব। নজির গড়ে বোপান্না বলেছেন, ''বিশ্বের এক নম্বর ডাবলস খেলোয়াড় হয়ে আমি গর্বিত। এটা ভেবে ভাল লাগছে যে, এখনও ফুরিয়ে যাইনি। আমার গোটা টিম, পরিবার, কোচ, ফিজিও এবং শুভানুধ্যায়ীদের ধন্যবাদ। ওঁরা পাশে ছিলেন বলেই আজ আমি এই জায়গায়।''

এদিকে, বোপান্নার এই কৃতিত্বে উচ্ছ্বসিত সানিয়া মির্জা এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ''তোমার জন্য গর্বিত রোহন। এটা তোমার প্রাপ্য ছিল।'' আরেক টেনিস তারকা মহেশ ভূপতি লিখেছেন, ''রোহন বোপান্না এখন বিশ্বের এক নম্বর ডাবলস খেলোয়াড়। এটা ভারতীয় ক্রীড়া ইতিহাসের অন্যতম সেরা কাহিনি।'' অভিনন্দন জানিয়েছেন শচীন তেন্ডুলকরও। তিনি লিখেছেন, ''বয়স যে শুধুই একটা সংখ্যা, সেটা আরও একবার প্রমাণ হল। অভিনন্দন রোহন বোপান্না।'' বুধবারই অস্ট্রেলিয়ান ওপেন থেকে ছিটকে গেলেন কার্লোস আলকারেজ। বিশ্বের দু'নম্বর আলকারেজকে হারিয়ে চমক দিলেন জার্মানির আলেকজান্ডার জেরেভ। টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ বাছাই জেরেভ ৬-১, ৬-৩, ৬-৭ (২/৭), ৬-৪ সেটে জিতেছেন।

আলকারেজের হার

মেলবোর্নে সেমিফাইনালে ওঠার পথে বোপান্নারা।

নতুন জার্সি, মেসি এবার আরব অ্যাডভেঞ্চারে

মায়ামি, ২৪ জানুয়ারি : সপ্তাহ শেষে আরব অ্যাডভেঞ্চারে যাবে ইন্টার মিয়ামি। তার আগে নতুন মরশুমের জার্সি উদ্বোধন হল লিওনেল মেসির হাত দিয়ে। তারপর চিরাচরিত প্রথা মেনে ইন্টার মিয়ামি অধিনায়ক একটি নতুন জাহাজেরও নামকরণ করেছেন।

রয়াল ক্যারিবিয়ান ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে ইন্টার মিয়ামি গাঁটছড়ার সেলিব্রেশন হল মঙ্গলবার। এজন্য মেসি ও তাঁর সতীর্থরা পোর্ট অফ মায়ামিতে হাজির হয়েছিলেন। প্রথা মেনে একটি নতুন জাহাজের নামকরণ করেন তাঁরা। নাম হল আইকন অফ দ্য সি। ১১৯৮ ফুট লম্বা এই জাহাজ সপ্তাহ শেষে যাত্রা শুরু করবে।

মেসি ফুটবলে শট মেরে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এমনই প্রথা। আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী তারকা এতে নিজেকে সম্মানিত বলে দাবি করেন। তিনি বলেন, এটা আমার জন্য বিশাল সম্মান। আমি জানি এটা সিটি অফ মিয়ামি ও গোটা বিশ্বের জন্য কত সম্মানের। আমি তাই জাহাজের নামকরণ করলাম আইকন অফ দ্য সি। তার আগে ইন্টার মায়ামির কালো নতুন জার্সিরও অনুষ্ঠানিক প্রকাশ হয়েছে। চিরাচরিত গোলাপির বদলে এবার কালো জার্সি হল। বুকের উপর লেখা রয়্যাল ক্যারিবিয়ান লোগো।

ভক্তদের মাঝে মেসি। ক্লাবের অনুষ্ঠানে।

সৌদি আরবে ২৯ জুন ইন্টার মায়ামি খেলবে আল হিলালের সঙ্গে। ১ ফেব্রুয়ারি তাদের খেলা রয়েছে আল নাসেরের বিরুদ্ধে। তবে রোনাল্ডো আল নাসেরের হয়ে এই ম্যাচে সম্ভবত খেলতে পারবেন না। তাঁর কাফ মাসলে চোট রয়েছে। দুই মহাতারকা এর আগে ক্লাব ম্যাচে ৩৫ বার মুখোমুখি হয়েছেন। মেসি জিতেছেন ১৬ বার। রোনাল্ডো জেতেন ১০ বার। অন্য ম্যাচ ড্র হয়েছে। মেসি ২১টি গোল করেছেন। রোনাল্ডো করেছেন ২০টি গোল।

চিন সফর বাতিল

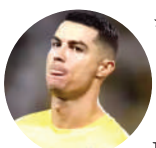

রিয়াধ, ২৪ জানুয়ারি : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো চোট পাওয়ায় চিন সফর বাতিল করে দিল আল নাসের। চিনের দু'টি ক্লাবের বিরুদ্ধে ফ্রেন্ডলি খেলার কথা ছিল আল নাসেরের। কিন্তু তাদের সেরা তারকা সিআর সেভেন চোটের কবলে পড়ায় সফর বাতিল করে দিতে বাধ্য হয় সৌদি প্রো-লিগের ক্লাব। সাংঘাই শেনহুয়া এবং ঝেজিয়াং এফসি-র বিরুদ্ধে আগামী ২৪ ও ২৮ জানুয়ারি দু'টি ফ্রেন্ডলি খেলার কথা ছিল রোনাল্ডোদের। সফর বাতিল হওয়ায় চিনের সমর্থকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন পর্তুগিজ তারকা।

রোনাল্ডো বলেছেন, ''আমি চাইনিজ সমর্থকদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করছি। চোট-আঘাতকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। চিন আমার কাছে দ্বিতীয় ঘর। বাকিদের মতো আমিও প্রচণ্ড হতাশ সফর বাতিল হওয়ায়।'' রোনাল্ডোদের বিরুদ্ধে ম্যাচের জন্য মাত্র মিনিট খানেকের মধ্যেই অনলাইনে টিকিট নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। আয়োজকদের তরফে এদিন জানানো হয়েছে, টিকিটের মূল্য ফেরত দেওয়া হবে। ম্যাচের নতুন দিনক্ষণ ঠিক করবে চিন ফুটবল ফেডারেশন।

গ্রিনের কোভিড, আজ ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্টে

টি-২০ দলে ওয়ার্নার

ব্রিসবেন, ২৪ জানুয়ারি : ট্রাভিস হেড কোভিড নেগেটিভ হলেও গাব্বায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট শুরুর আগে অস্ট্রেলিয়া দলকে ছাড়ছে না কোভিড সংক্রমণ। বৃহস্পতিবার থেকে ব্রিসবেনে শুরু হচ্ছে সিরিজের শেষ টেস্ট। তার আগের দিন হেড দলকে স্বস্তি দিলেও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার মিডল অর্ডার ব্যাটার তথা অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিন এবং হেড কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড।

টেস্টের আগের দিন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স এবং ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া অবশ্য জানিয়ে দিয়েছে, কোভিড পজিটিভ হলেও সুস্থ থাকলে গাব্বায় খেলবেন গ্রিন। কোচও থাকতে পারেন দলের সঙ্গে। অ্যাডিলেডে প্রথম টেস্ট জিতে ১-০ এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। গাব্বায় জিতলে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইটওয়াশ করবেন কামিন্সরা। টেস্ট সিরিজের মধ্যেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া। পানশালা-কাণ্ডের পর টি-২০ সিরিজ দিয়ে ফিরছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে অধিনায়ক কামিন্স ও আর এক পেসার মিচেল স্টার্ককে। নেই স্টিভ স্মিথও। কামিন্স না থাকায় দলকে নেতৃত্ব দেবেন মিচেল মার্শ। আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপ খেলতে চান সদ্য টেস্ট ও ওয়ান ডে ক্রিকেটকে বিদায় জানানো অস্ট্রেলীয় ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। তাঁকে দলে রাখা হয়েছে।

ছ'গোল, ফাইনালে চেলসি

লন্ডন, ২৪ জানুয়ারি : সেমিফাইনালের প্রথম লেগে দ্বিতীয় ডিভিশনের দল মিডলসবরোর কাছে ০-১ গোলে হেরে চাপে ছিল চেলসি। যদিও ঘরের মাঠে আয়োজিত ফিরতি সেমিফাইনালে মিডলসবরোকে ৬-১ গোলে বিধ্বস্ত করে লিগ কাপের ফাইনালে উঠল মরিসিও পচেত্তিনোর দল। শেষ ছয় বছরে এই নিয়ে তৃতীয়বার এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠল চেলসি।

শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় তুলে বিরতির আগেই ৪-০ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল চেলসি। ১৫ মিনিটে মিডলসবরো ডিফেন্ডার জনি হাউসনের আত্মঘাতী গোলে শুরু। ২৯ মিনিটে ২-০ করেন এনজো ফার্নান্ডেজ। ৩৬ মিনিটে অ্যালেক্স দিসাসির চেলসির তৃতীয় গোলটি করেন। ৪২ মিনিটে কোল পামারের গোলে ৪-০।

দ্বিতীয়ার্ধে বিপক্ষের উপর আরও দু'টি গোল চাপিয়ে চেয়ে চেলসি। ৭৭ মিনিটে দলের পঞ্চম তথা ব্যক্তিগত দ্বিতীয় গোলটি করেন পামার। ৮১ মিনিটে ৬-০ করেন ননি মাদুকে। ৮৮ মিনিটে মিডলসবরোর হয়ে একমাত্র গোলটি করেন মর্গ্যান রজার্স। ম্যাচের পর চেলসি কোচ পচেত্তিনো বলেন, ''এই ট্রফিটা জিততে চাই। অনেকদিন হয়ে গেল আমরা কোনও খেতাব জিতিনি। সেই খরা লিগ কাপ জিতে মেটাতে চাই।''

মাঠে ময়দানে
25 January, 2024 • Thursday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

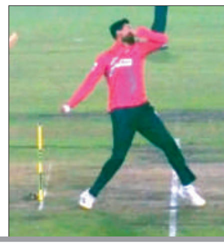

এক ওভারে তিনটি নো বল! তৃতীয় বিয়ের পর ট্রোলের মুখে শোয়েব মালিক

বল পড়ার আগেই স্পিনের দামামা

হায়দরাবাদে আজ শুরু ভারত-ইংল্যান্ড প্রথম টেস্ট

উইকেট নিয়ে নানারকম বক্তব্যের মধ্যে সরেজমিনে তদন্তে নামলেন রোহিত শর্মা। বুধবার হায়দরাবাদে।

হায়দরাবাদ, ২৪ জানুয়ারি : স্পিনার্স ড্রিম, ব্যাটার্স নাইটমেয়ার! উপ্পলের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বল পড়ার আগে এমন সব কথাবার্তা লোকমুখে ঘুরছে।

কেউ কিন্তু এখনও জানে না যে বল সত্যিই এখানে একহাত ঘুরবে কি না। তবে হায়দরাবাদের উইকেট বরাবর স্পিনারদের পাশে থাকে। আর সেটা থেকে ভাবছে এবারও ঘূর্ণি উইকেটই হবে। বৃহস্পতিবার থেকে ভারত-ইংল্যান্ড প্রথম টেস্ট। আর টেস্টের আগেরদিন যতরকমের চর্চা হওয়ার, সেটা হল উইকেট নিয়ে।

আর তাতে ইন্ধন জোগাল ইংল্যান্ডের দল নির্বাচন। এক সিমার, তিন স্পিনারে খেলতে নামছে তারা। একমাত্র সিমার মার্ক উড। তিন স্পিনার রেহান আমেদ, টম হার্টলে ও জ্যাক লিচ। এর অর্থ, বর্ষীয়ান পেসার জিমি অ্যান্ডারসনকে দলের বাইরে রেখেছে টিম ম্যানেজমেন্ট।

এর মধ্যে আবার ২০ বছরের শোয়েব বশিরের ভিসা না পাওয়া নিয়ে ইংল্যান্ড শিবির থেকে বেশ উত্তাপের আঁচ আসছে। পাক বংশোদ্ভূত এই স্পিনার ভিসা-বিভ্রাটে প্রথম টেস্টের বাইরে চলে গিয়েছেন। পরিস্থিতি এমন হল যে প্রি ম্যাচ প্রেস কনফারেন্সে রোহিতকে এই প্রশ্নের সামনে পড়তে হল। তিনি বলে দিলেন, আমি কী করে বলব? আমি তো আর ভিসা অফিসে বসি না।

ভারত ইংল্যান্ডের মতো টেস্টের আগেরদিন দল ঘোষণা করেনি। দুই সিমার বুমরা ও সিরাজের দলে থাকা নিশ্চিত। যেমন দুই স্পিনার অশ্বিন ও জাদেজা। তৃতীয় স্পিনার হিসাবে লড়াই অক্ষর ও কুলদীপের মধ্যে। তবে অক্ষর আগের সিরিজে অসাধারণ বোলিং করায় ইংল্যান্ড শিবিরে তাঁকে নিয়ে অস্বস্তি রয়েছে।

এমনিতে উইকেটের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে এমন মনে হচ্ছে না যে এখানে প্রথমদিন থেকেই বল বনবন করে ঘুরবে। তাই ভারত যদি দুই সিমারে খেলে তাহলে সেটাই সঠিক সিদ্ধান্ত হবে বলে অনেকের মনে হচ্ছে। কিন্তু ইংল্যান্ডের শুধু উডকে নিয়ে খেলা অবাক লাগছে অনেকের। তবে বেন স্টোকস বল করলে অন্য কথা। তবে তিন স্পিনারের সঙ্গে পার্টটাইম স্পিনার জো রুটকে ধরলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে চার স্পিনারে।

ইংল্যান্ড কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালাম উইকেট দেখার সময় পাশে নিয়েছিলেন দীনেশ কার্তিককে। যিনি আবুধাবি থেকে ইংল্যান্ড দলের সঙ্গে পরামর্শদাতা হিসাবে রয়েছেন। এই সিরিজে কার্তিকের পরামর্শ কাজে লাগাতে চাইছে ইংল্যান্ড। যেহেতু হায়দরাবাদ-সহ সবক'টি ভেনুতেই অনেক ম্যাচ খেলেছেন তিনি।

গত ১২ বছরে ভারত ঘরের মাঠে কোনও টেস্ট সিরিজ হারেনি। তবে ২০১২-তে শেষবার অ্যালিস্টার কুকের ইংল্যান্ড হারিয়ে গিয়েছিল ভারতকে। রোহিত শর্মা অবশ্য এদিন বলে দিয়েছেন, তাঁরা অপরাজেয় দল নয়। আর কোনও গ্যারান্টি নেই যে তাঁরা এই সিরিজেও বিজয়ী হবেন।

বিরাট কোহলির জায়গায় রজত পাতিদার দলে এলেও প্রথম এগারোয় তিনি থাকবেন কি না সন্দেহ। বরং প্রথম দুই টেস্টে বিরাট না থাকায় প্রথম এগারোয় থাকা মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে শ্রেয়স আইয়ারের। দক্ষিণ আফ্রিকায় খুব খারাপ কেটেছে মুম্বই ব্যাটারের।

নিজেদের অপরাজেয় মনে করি না: রোহিত

সাংবাদিক সম্মেলনে রোহিত, বুধবার।

হায়দরাবাদ, ২৪ জানুয়ারি : দেশের মাটিতে ১২ বছর পর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আরও একটা টেস্ট সিরিজ খেলতে নামছে টিম ইন্ডিয়া। রোহিত শর্মা যদিও অতীত রেকর্ড মাথায় রাখছেন না। বরং সাফ জানাচ্ছেন, সিরিজ জেতার জন্য মাঠে নেমে নিজেদের সেরাটাই দিতে হবে।

ভারত অধিনায়ক বলছেন, ''আমি মনে করি না, আমরা অপরাজেয়। গত এক দশকে দেশের মাটিতে আমাদের অতীত রেকর্ড যাই হোক না কেন, এটা ধরে নেওয়া বোকামি হবে যে, আমরাই এই সিরিজ জিতব। রেকর্ড দিয়ে কিছু হয় না। সাফল্য পাওয়ার জন্য মাঠে নেমে নিজেদের সেরাটা দেওয়া বেশি জরুরি।''

বহুচর্চিত বাজবল নিয়েও মুখ খুলেছেন রোহিত। তিনি বলেন, ''বিপক্ষ কীভাবে খেলবে, সেটা তাদের ব্যাপার। এটা নিয়ে আমার কোনও আগ্রহ নেই। আমরা নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটাই খেলব। সেদিকেই ফোকাস করছি।''

ব্যক্তিগত কারণে সিরিজের প্রথম দুই টেস্ট থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন বিরাট কোহলি। তাঁর বিকল্প হিসাবে দুই অভিজ্ঞ চেতেশ্বর পুজারা ও অজিঙ্কা রাহানের নাম বাতাসে ভাসলেও, শেষ পর্যন্ত দলে ঢুকেছেন রজত পাতিদার। এই প্রসঙ্গে রোহিতের বক্তব্য, ''ওদের যা অভিজ্ঞতা, যে পরিমাণ রান ওরা করেছে, তাতে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্তটা কঠিন ছিল। কিন্তু পাশাপাশি তরুণদেরও সুযোগ প্রাপ্য। তার মানে এই নয় যে, ওদের জন্য দরজা চিরদিনের মতো বন্ধ। যতক্ষণ ওরা ফিট আছে এবং রান করছে, ওদের দলে ফেরার সুযোগ থাকছে।''

ইংল্যান্ডের তরুণ স্পিনার শোয়েব বশিরের ভারতের ভিসা না পাওয়া নিয়ে জলঘোলা শুরু হয়েছে। রোহিত বলছেন, ''ওর জন্য আমার খারাপ লাগছে। আমাদের কোনও ক্রিকেটার যদি ইংল্যান্ডের ভিসা না পেত, তাহলে আমাদেরও খারাপ লাগত। এটা দুর্ভাগ্যজনক। এর বেশি বলা সম্ভব নয়। কারণ আমি ভিসা অফিসে কাজ করি না।''

হায়দরাবাদের ঘূর্ণি পিচে রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাদেজা খেলছেন। তৃতীয় স্পিনার হিসাবে কুলদীপ যাদব না অক্ষর প্যাটেলের মধ্যে কে খেলবেন, তা নিয়ে দোটানায় ভারত অধিনায়ক। রোহিত বলছেন, ''এটা একটা মাথাব্যথার কারণ। উইকেটে যদি বাউন্স থাকে, তাহলে কুলদীপ কার্যকর ভূমিকা নেবে। এমনকী, কম বাউন্সের পিচেও কুলদীপ ফ্যাক্টর। অন্যদিকে, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ ঘরোয়া সিরিজে অক্ষর অসাধারণ বল করেছিল। নিখুঁত নিশানায় বল করে যেতে পারে। ব্যাট হাতেও কার্যকর। দেখা যাক কী হয়।''

পেলেন ভিসা, বশির-উত্তাপ মাঠের বাইরেও

হায়দরাবাদ, ২৪ জানুয়ারি : হায়দরাবাদে প্রথম টেস্টের আগে ইংল্যান্ডের তরুণ অফ স্পিনার শোয়েব বশির ভিসা সমস্যায় আবু ধাবি থেকে ভারতে এসে পৌঁছতে পারেননি। মরুশহর থেকেই তাঁকে ইংল্যান্ডে চলে যেতে হয়েছে ভিসা-জট কাটাতে। যা নিয়ে টেস্টের আগে ক্ষোভ, হতাশা প্রকাশ করেছেন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বেন স্টোকস। শুধু তাই নয়, ইংল্যান্ডেও বশিরের ভিসা ইস্যু নিয়ে ক্ষোভ বেড়েছে। ভারত সরকারের সমালোচনায় সরব হয়েছে ঋষি সুনকের সরকার। তবে এর পরই বশির ভিসা পেয়েছেন।

এজন্য ইসিবি ধন্যবাদ জানিয়েছে। বশির সপ্তাহ শেষে ভারত রওনা হবেন। এর আগে ভারত সরকারের সমালোচনা করে ইংল্যান্ড সরকার এক বার্তায় বলেছিল, ''আশা করব ভিসার ক্ষেত্রে সব ব্রিটিশ নাগরিকের সঙ্গে সমান ব্যবহার করবে ভারত। এর আগেও পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিকদের ভারতে যাওয়ার ভিসা পাওয়া নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে।'' ক্ষিপ্ত ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি, বশিরের সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে তার জন্য ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলাই উচিত নয় ইংল্যান্ডের।

স্টোকস বলেছেন, ''আমরা ডিসেম্বরের মাঝামাঝি টেস্ট দল ঘোষণা করেছিলাম। সিরিজ শুরু হওয়ার একদিন আগেও বশির হাতে ভিসা পায়নি। এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চাইনি। ওর খুব খারাপ অভিজ্ঞতা হল। আমি বশিরের পরিস্থিতিটা অনুভব করতে পারছি। শুধু বশির প্রথম ক্রিকেটার নয়, আমার সতীর্থদের মধ্যে আরও অনেকেই ছিল যারা আগে এই পরিস্থিতির শিকার হয়েছে। আবু ধাবিতে প্রথম বিষয়টা জানার পর দলের বাকিদের বলেছিলাম, বশিরের সমস্যা না মেটা পর্যন্ত ভারতে যাব না।''

টেস্টের প্রস্তুতি স্টোকসের। বুধবার।

ইংল্যান্ড প্রথম টেস্টের জন্য তৈরি। স্টোকস বল করবেন কি না, স্পষ্ট করেননি। তিন স্পিনার নিয়ে হায়দরাবাদে প্রথম টেস্ট খেলতে নামছে ইংল্যান্ড। দলে একমাত্র পেসার মার্ক উড। স্টোকস বলেছেন, ''আমি টেস্ট খেলার জন্য তৈরি। দল আমার কাছে আগে।'' রুটকে দিয়ে বোলিং ওপেন করার ইঙ্গিত দিয়ে স্টোকস বলেন, ''যদি যশস্বী ওপেন করে তাহলে আপনারা রুটিকে (জো রুট) নতুন বল হাতে দেখতে পারেন।''